বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

রাঁচি, বৃহস্পতিবার
25:01:2024
web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>107 >> 10 Maagh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ১০৭ >> << ১০ই, মাঘ ১৪৩০>>

অভিযোগকারী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীকে বয়ান দিতে সিবিআইএর তলব

নয়া দিল্লি ঃ মহুয়া মৈত্র সংসদে ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন করেছেন, এই অভিযোগ তদন্তে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এবং মৈত্রর প্রাক্তন বন্ধু জয় অনন্ত দেহাদ্রাইকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই। আগামী ২৫ জানুয়ারি তাকে তলব করা হয়েছে,তার বয়ান রেকর্ড করার জন্য। ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন করার অভিযোগে সংসদ সদস্য পদ খারিজ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্রর। লোকসভার এথিক্স কমিটি তাকে সরকারি বাংলো খালি করার নির্দেশও দিয়েছে, যার বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে আপিল করেছেন মৈত্র। গত বছর ২০২৩-এর অক্টোবর মাসে মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে সংসদে ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন তোলার অভিযোগ এনেছিলেন বিজেপির সংসদ সদস্য নিশিকান্ত দুবে। তিনি লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি লিখে তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানান। তার এই অভিযোগের ভিত্তি ছিল - সিবিআই প্রধানকে লেখা, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয় অনন্ত দেহাদ্রাইয়ের একটি চিঠি। যেখানে তিনি অভিযোগ করেন, দুবাইয়ের ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানির কাছ থেকে উপহার এবং নগদ অর্থের বিনিময়ে সংসদে শিল্পপতি গৌতম আদানির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন মহুয়া।

বাজার দর
SENSEX : 71060.31 +689.76
NIFTY : 21453.95 +215.16

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
22.00 °c	10.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .30 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06 .31 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ট্রাম্প বিজয়ী হলেন নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রাইমারি নির্বাচনে

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প নিউ হ্যাম্পশায়ারের রিপাবলিকান প্রাথমিক নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। ট্রাম্প এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনার প্রাক্তন গভর্নর নিকি হেইলি মঙ্গলবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য নিউ হ্যাম্পশায়ারের রিপাবলিকান প্রাথমিক নির্বাচনে মুখোমুখি হন। ভোটের ফলাফলের পর হেইলি নিউ হ্যাম্পশায়ারবাসীর প্রতি তাদের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানান। এখানে ট্রাম্প গত সপ্তাহে হওয়া আইওয়ার জয়ের গতি বজায় রাখতে চাইছিলেন। আর হেইলি নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে দলের মনোনীত প্রার্থী হওয়ার জন্য তার প্রচারণায় উৎসাহ অর্জন করতে চাইছেন। নিউ হ্যাম্পশায়ারে প্রাক-নির্বাচনী জনমত জরিপে ট্রাম্প হেইলির চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। সোমবার প্রকাশিত একটি সাফোক ইউনিভার্সিটিবোস্টন গ্লোবডব্লিউবিটিএস জরিপে দেখা গেছে, ৩৮ শতাংশ ভোটার হেইলিকে সমর্থন করছেন। অন্যদিকে ৫৭ শতাংশ ভোটারের সমর্থন পেয়ে ট্রাম্প হেইলির তুলনায় এগিয়ে আছেন। গত সপ্তাহে ট্রাম্প আইওয়া ককাসে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে জিতেছেন, হেইলি সেখানে তৃতীয় স্থানে ছিলেন। আইওয়ার পর থেকে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদের মনোনয়নে প্রতিযোগিতায় পরিবর্তন আসছে। সেখানে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ডিস্যান্টিস এবং চতুর্থ স্থানে থাকা ব্যবসায়ী বিবেক রামাসোয়ামি প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন। ডেমোক্র্যাটদের মনোনীত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মুখোমুখি হওয়ার লড়াইয়ে প্রধান প্রার্থী হওয়ার প্রতিযোগিতায় ট্রাম্প আর হেইলি কি আছেন। সোমবার প্রচারণার শেষ দিকে হেইলি বলেছিলেন, এটি একটি দুই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার বিপরীতে নতুন সমাধান নিয়ে আসার জন্য হেইলি তার প্রার্থিতা চাইছেন। দ্বিতীয় মেয়াদে ট্রাম্প ক্ষমতাসীন হওয়া মানে আবারও একই ঘটনা ঘটা। ডিস্যান্টিস এবং রামাসোয়ামিসহ ট্রাম্পের প্রাক্তন প্রতিযোগীরা ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। ট্রাম্প তার সমর্থকদের বলেছেন, রিপাবলিকান পার্টি আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠছে। তিনি হেইলিকে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে দিয়ে বাইডেনের মুখোমুখি হওয়ার আশা নিয়ে দিন গুনছেন। প্রতিটি রাজ্যে প্রাইমারি নির্বাচনের প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হওয়ার পরে জুলাই মাসে রিপাবলিকানরা একটি কনভেনশনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করার জন্য তাদের মনোনীত প্রার্থীকে বেছে নেবে। আগস্টে ডেমোক্র্যাটদের মনোনয়ন কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে।

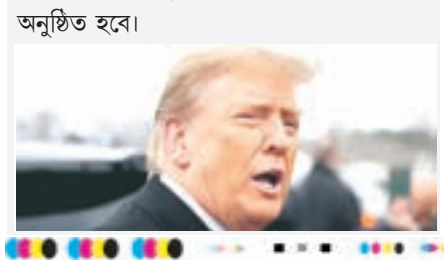

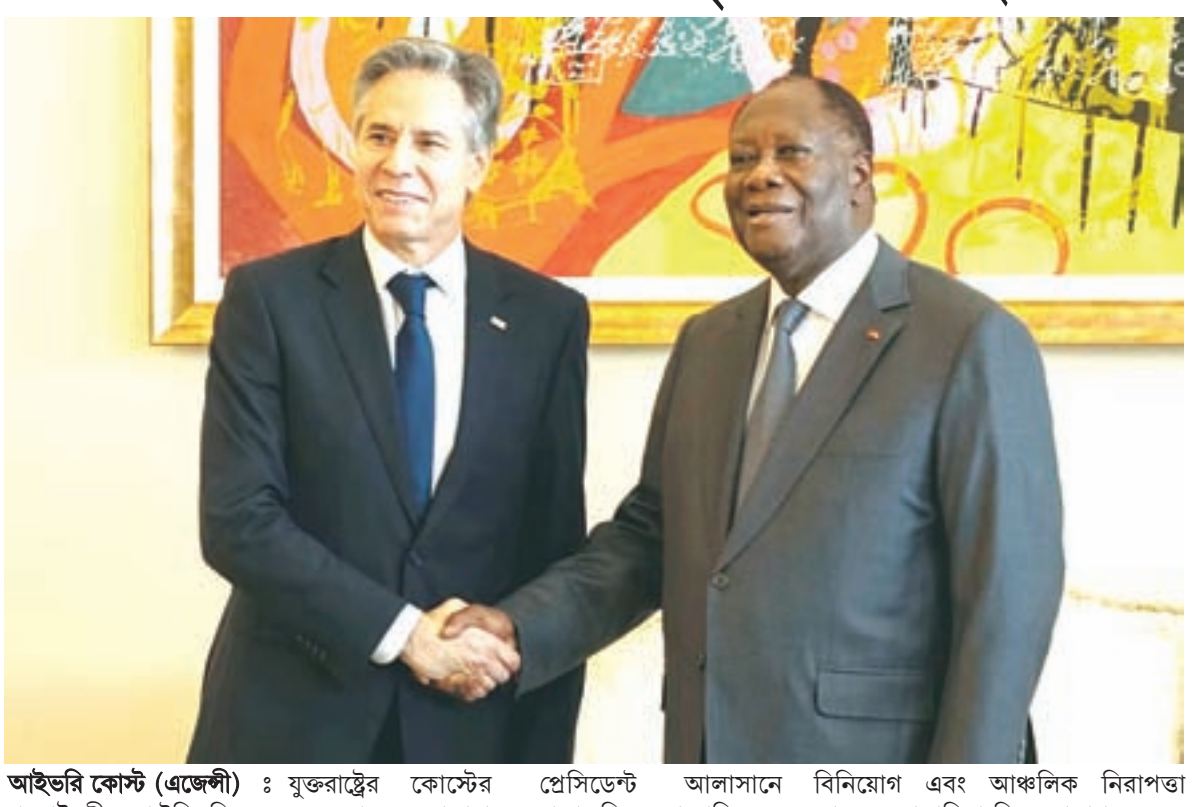

আফ্রিকার সাথে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন ব্লিনকেন

আইভরি কোস্ট (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন মঙ্গলবার বলেছেন, আফ্রিকা মহাদেশ জুরে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য যুক্তরাষ্ট্র অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, আফ্রিকার দেশগুলো ক্রমশ 'বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে নেতৃত্ব দিচ্ছে।' আবিজানে আলোচনার পর আইভরি কোস্টের প্রেসিডেন্ট আলাসানে ওয়াতারাকে সাথে নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় ব্লিনকেন বলেন, তাদের আলোচনায় বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র এবং আইভরি কোস্ট উভয় দেশের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিষয় স্থান পেয়েছে। সেই সাথে জনস্বাস্থ্যসম্পর্কিত উদ্যোগে বিনিয়োগ এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা নিয়ে আলাপ হয়েছে। আইভরি কোস্টে ব্লিনকেনের সফরকে দেশটির স্থিতিশীলতা এবং ২০২৫ সালের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহর প্রতিফলন হিসেবে দেখা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র আইভরি কোস্ট এবং এর প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর জন্য আঞ্চলিক হুমকির মধ্যে সংঘাত প্রতিরোধ ও স্থিতিশীলতা প্রচারে সহায়তা করার জন্য ৪ কোটি ৫০ লাখ ডলার নতুন সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে। এই অর্থায়ন সহ ২০২২ সাল থেকে উপকূলীয় পশ্চিম আফ্রিকায় যুক্তরাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা-কেন্দ্রিক সহায়তা মোট প্রায় ৩০ কোটি ডলার।

আবুজা বিমান বন্দরে নাইজেরীয় কর্মকর্তারা সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্টনি ব্লিনকেনকে স্বাগত জানান। নাইজেরিয়া এবং নিজেরের মধ্যে অভিন্ন সীমান্ত রয়েছে। নিজেরে সেনাবাহিনী দেশটির নির্বাচিত নেতা মোহাম্মদ বাজুমকে ২০২৩ সালের ২৬ জুলাই ক্ষমতাচ্যুত করে এবং পরবর্তীতে দেশটির ঐতিহ্যগত নিরাপত্তা অংশীদার ফ্রান্সের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি বাতিল করে।

আবুজায় ব্লিনকেন নিজেরের সামরিক অভ্যুত্থান নিয়ে আলোচনা করবেন বলে ধারনা করা হচ্ছে। রাশিয়ার সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে নিজেরের সামরিক জান্তা সম্মত হওয়ার কয়েকদিন পরেই এই বৈঠক হয়। যুক্তরাষ্ট্র নাইজেরিয়ার বৃহত্তম বিদেশী বিনিয়োগকারী। যুক্তরাষ্ট্র বোকো হারাম এবং আইএসআইএস-পশ্চিম আফ্রিকা উভয়ের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে নাইজেরিয়ার সাথে একটি উল্লেখযোগ্য নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব বজায় রেখেছে।

সোমবার কেপ ভার্দের রাজধানী প্রাইয়াতে ব্লিনকেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী উলিসেস কোরিয়া ই সিলভার সাথে আলোচনা করেছেন এবং শহরের বন্দর পোর্তো দা প্রিয়া পরিদর্শন করেছেন। বন্দরটি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মিলেনিয়াম চ্যালেঞ্জ কর্পোরেশনের কাছ থেকে আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টার জন্য অর্থায়ন পেয়েছে।

আমরা ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানাই, আমরা ইসরাইলে হামাসের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানাই। এবং আমরা ইসরাইল ও ফিলিস্তিন দুটি পৃথক রাষ্ট্রকে কার্যকর করে এমন সমাধানের পক্ষে, প্রধানমন্ত্রী সিলভা বলেন। তিনি আরও বলেন, আমরা সামরিক অভ্যুত্থানের নিন্দা জানাই এবং প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টদের সাংবিধানিক মেয়াদের সীমা পরিবর্তনের যে ঘটনাগুলো আফ্রিকায় ঘটেছে আমরা সেগুলোর নিন্দা জানাই।

সোমবারে ব্লিনকেন ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো (ডিআরসি)-এর প্রেসিডেন্ট ফেলিক্স শিসেকেডির সাথে টেলিফোনে কথা বলেন। ব্লিনকেন তাকে নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের উদ্বেগের বিষয়ে জানিয়েছেন এবং গণতান্ত্রিক আস্থা বৃদ্ধি প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেছে। রোয়ান্ডা এবং ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোর মধ্যকার উত্তেজনার ফলে কঙ্গোলিজ ও রোয়ান্ডার বাহিনী একে অপরের ভূখণ্ডে বেশ কয়েকটি আক্রমণ চালিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ ও খারকিভের প্রাণঘাতী ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া

খারকিভ ঃ ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলেছেন, রাশিয়া মঙ্গলবার দফায় দফায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। এতে কমপক্ষে ৪ জন নিহত হয়েছেন।আর, আহত হয়েছেন ৬০ জনের বেশি মানুষ। এ হামলায়, কিয়েভ ও খারকিভের অসংখ্য আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউক্রেনের বিমান বাহিনী জানিয়েছে, রাশিয়ার নিক্ষেপ করা ৪১টি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে ২১টি ভূপাতিত করেছে ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। রাশিয়ার এই হামলার লক্ষ্য ছিলো রাজধানী কিয়েভ এবং ইউক্রেনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শহর খারকিভ। খারকিভের আঞ্চলিক গভর্নর ওলেহ সিনেহুবভ জানান, হামলায় ৩ জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন আরো ৪২ জন। এদিকে, হামলায় ৩০টি অ্যাপার্টমেঃট ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন খারকিভের মেয়র ইহর তেরেখভ। খারকিভের মেয়র ইহোর তেরেকভ জানান, রুশ হমলায় ৩০টি অ্যাপার্টমেঃট ভবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিটসকো জানিয়েছেন, রাজধানীর বেশ কয়েকটি এলাকায় হামলা চালানো হয়েছে। এসব হামলায় অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া, নিপ্রোপেট্রোভস্ক এলাকার পূর্বাঞ্চলীয় শহর পাভলোহরাদ-এ একজন নিহত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ইউক্রেনের জন্য একটি নতুন সহায়তা প্যাকেজ নিয়ে কংগ্রেসে কিছু রিপাবলিকান সদস্যের বিরোধীতার পরও, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীকে সমর্থন দেয়ার বিষয়ে আলোচনার জন্য ইউক্রেন ডিফেন্স কনট্যাক্ট গ্রুপের সর্বশেষ বৈঠক আহ্বান করেন। পেন্টাগনের মুখপাত্র সাবরিনা সিং বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র যখন ইউক্রেনকে সহায়তার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তখন দেশটিকে সমর্থনের জন্য আইনপ্রণেতাদের আরো তহবিল অনুমোদন করা দরকার। কেননা, দেশটি রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছে। ইউক্রেনের জন্য অতিরিক্ত ৬,১৪০ কোটি ডলার সামরিক তহবিল চেয়েছেন বাইডেন। সোমবার নিউইয়র্কে, ইউক্রেন নিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ। রাশিয়ার অনুরোধে এই বৈঠক আহবান করা হয়। বৈঠকে ল্যাভরভ, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের পক্ষ থেকে ইউক্রেনকে দেয়া অস্ত্র সহায়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, এই সহায়তা কেবল সংঘাতকে বাড়িয়ে যাচ্ছে। তবে তিনি, ইরান ও উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে মস্কোর ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র কেনার বিষয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর অভিযোগ নিয়ে কোন মন্তব্য করেননি।

অভিযান পরিস্থিতির বিষয়ে ইসরাইলের পক্ষ থেকে কোনো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি

একদিনে গাজায় ২৪ ইসরাইলি সৈন্য নিহত, জানিয়েছে ইসরাইল

গাজা (এজেন্সী)ঃ ইসরাইল মঙ্গলবার গাজা ভূখণ্ডে তাদের ২৪ জন সৈন্য নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছে।হামাস নির্মুলে গাজায় অভিযান শুরুর পর থেকে, এটা হলো, ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর জন্য সবচেয়ে খারাপ দিনগুলোর একটি। ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি সাংবাদিকদের জানান, সোমবার ১১ জন সৈন্য দুটি ভবন ধ্বংস করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। এসময়, কাছাকাছি অবস্থান থেকে এক ব্যক্তি ট্যাংক লক্ষ করে একটি রকেট নিক্ষেপ করে।এর ফলে ভবনে থাকা বিস্ফোরক বিস্ফোরিত হয়। এতে ভবনটি ইসরাইলি সৈন্যদের ওপর ধ্বসে পড়ে। এছাড়া, একটি পৃথক হামলায় আরো তিন জন সৈন্য নিহত হয় বলে জানান তিনি। সামরিক বাহিনী এই মর্মান্তিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট মঙ্গলবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে (সাবেক টুইটার) এ ঘটনাকে কঠিন ও বেদনাদায়ক সকাল বলে উল্লেখ করেছেন।

ইসরাইলি বাহিনী গাজার দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপক বোমা হামলা চালিয়েছে।আর গাজার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে তারা স্বাস্থ্য স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে।

ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, খান ইউনিসে তাদের সদর দফতরে ইসরায়েলি ড্রোন থেকে গুলি চালানো হয়েছে একই সঙ্গে এই ভবনে গোলা বর্ষণ করা হয়েছে। যার ফলে, এই স্থানে সুরক্ষা নিতে আসা অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে আহত হয়েছেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার জানিয়েছেন, গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আশরাফ আল কিদরা তাদের বলেছেন, ইসরায়েলি বাহিনী খান ইউনিসের একটি হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে।

পরিস্থিতির বিষয়ে ইসরাইলের পক্ষ থেকে কোনো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে, এর আগে ইসরাইলের সামরিক বাহিনী অভিযোগ করেছিলো যে হামাস হাসপাতালে এবং হাসপাতালেরে আশেপাশে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। হামাসের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়।

সোমবার হাসপাতালগুলোতে থাকা বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ইসরাইলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

নেই পানীয় জলের সুব্যবস্থা , নিকাশি ব্যবস্থাও নেই। আবাস যোজনার ঘরও পাইনি একজন ও

মালদা ঃ এলাকায় অধিকাংশ রাস্তায় কাচা , নেই পানীয় জলের সুব্যবস্থা , নিকাশি ব্যবস্থাও নেই। আবাস যোজনার ঘরও পাইনি একজন ও ড সরকারি প্রকল্পের উন্নয়নের খাতে সরকারের টাকা আসার পরও সেই টাকা খরচ করতে পারিনি মালদার মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতী একাধিক প্রকল্পের দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রীতিমত গ্রামের বাসিন্দারা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

গ্রামবাসীর এই দাবি কার্যতো স্বীকার করেছেন বর্তমান কংগ্রেস বিজেপি জোট মহিষবাথানী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানড পাল্টা কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলওড পুরাতন মালদা ব্লকের বিডিও রীতিমতো জানিয়েছেন আইনি জটিলতার কারণেই এলাকায় উন্নয়ন থমকে রয়েছে খুব শীঘ্রই আইনের জটিলতা কেটে গেলি এলাকায় রাস্তা ,পানীয় জলের কাজ শুরু হবে এমনকি আবাস যোজনা ঘরও পাবেন অনেকেই।

পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নের ফিফটিন ফিনান্সের আর্থিক বছরের প্রায় তিন কোটি টাকা খরচ হয়নি যার ফলে এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা পানীয় জল রাস্তাঘাট বেহাল হয়ে পড়েছে। অঞ্চলের এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে একজনারো আবাস যোজনার ঘর পাইনিড এলাকার মানুষ রীতিমতো ক্ষোভ উপড়ে দিচ্ছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের বিরুদ্ধে।

এলাকার বাসিন্দা মৌমিতা রাজবংশী , চঞ্চল রাজবংশী দের অভিযোগ গতবারের তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত বোট নিজেদের সদস্যদের গোষ্ঠীকন্দলের জেরেই এলাকায় কাজ করতে পারেনি ফিফটিন ফিন্যান্স এর প্রায় তিন কোটি টাকা এলেও এলাকার উন্নয়নের কিছু কাজ হয়নি। যদিও এইবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এলাকার মানুষ সমর্থন পেয়ে কংগ্রেস বিজেপি জোট করে পঞ্চায়েত ভোট গঠন করেছেড জোট পরিচালিত মহিষবাথানী গ্রাম পঞ্চায়েতের এক বছর প্রায় কেটে গেল এখনো কাজ এলাকায় হয়নি। এলাকার মানুষের ক্ষোভ যেমন কাজ তেমনি রয়ে গেছে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে নাড আর এই ঘটনাকে নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক টানা কংগ্রেস বিজেপি জোট পরিচালিত বিজেপির উপপ্রধান মৌমিতা রাজবংশী এলাকায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষের যে দাবি সে কথা স্বীকার করে জানিয়েছেন গতবারের তৃণমূলের পঞ্চায়েত বোট এলাকায় উন্নয়ন কিছুই করেনি সরকারের টাকা খরচ করেনি তৃণমূলের মেম্বার নিজেদের গোষ্ঠী গণ্ডল মধ্যে ভাগাভাগির করার ক্ষেত্রে যার ফলে এলাকায় সরকার টাকায় কোন উন্নয়ন হয়নি তবে এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষ তৃণমূলকে সমর্থন করেনি কংগ্রেস বিজেপিকে সমর্থন করে কংগ্রেস বিজেপির জোট পরিচালিত এই মহিষবাণী গ্রাম পঞ্চায়েত কে নির্বাচিত করেছে। তবে এলাকায় মানুষের কাজ করতে হবে ইতিমধ্যেই আমরা বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের টেন্ডারের পদ্ধতি শুরু করেছি খুব শীঘ্রই রাস্তাঘাট পানীয় জলের কাজ শুরু হবে।

পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন তৃণমূলের সভাপতি মৃণালিনী মন্ডল মাইতি জানান নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠী কম্বল নেই বিরোধীরা এটা নিয়ে রাজনীতি করছে ফিফটিন ফিন্যান্সের টাকা কাজ এলাকায় অনেক হয়েছে। আজকে কংগ্রেস বিজেপি মিলে জোট করে তারা মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করেছে তাহলে প্রশ্ন হল পঞ্চায়েত গঠন এক বছর হতে চলল তাহলে তারা কেন এখনো এলাকার কোন উন্নয়ন কাজ করছে না। তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত বরাবরই উন্নয়নের কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের জন্য আমরা এগিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু বিজেপির বা বিরোধী রাজনৈতিক বরাবরই সে কাজগুলির করার ক্ষেত্রে বাধা দিয়েছিল। আজকের তারাই মিথ্যা কথা বলছে।

পুরাতন মালদা ব্লকের ভিডিও সিজুতি পাল মাইতি জানান

আমি এই ব্লকে আসার পর থেকেই আমি এই মহিষবাথানে গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারি প্রায় তিন টাকা যে খরচ করা হয়নি সেই বিষয়টি নিয়ে আমি জানি। এলাকায় রাস্তাঘাট পানীয় জলের বেহাল অবস্থা রয়েছে। আইনের জটিলতার কারণেই এলাকায় উন্নয়নের কাজ হচ্ছে না। আবাস যোজনার বাড়ির ক্ষেত্রেও বিষয়টি দেখা হবে।

তিন কোটি টাকার মধ্যে বেশ কিছু প্রকল্পের টেন্ডার ইতিমধ্যে করা হয়েছে আইনি জটিলতার কেটে গেলেই কাজগুলি শুরু হয়ে যাবে।

মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক গোপাল সাহা জানান তৃণমূল কংগ্রেস কখনই মানুষের উন্নয়ন চায়না তাই মহিষ বাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ তারা হতে দিচ্ছে না সব ক্ষেত্রেই তারা বাধা দিচ্ছে আসলে তারা সব ক্ষেত্রে কাঠমানি চায় এ ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে

কোচবিহার নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বলরামপুরের বাসিন্দা সঞ্জীব কুমার দে এর দেহ ভেসে উঠলো কোচবিহার

কোচবিহার ঃ কোচবিহার নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বলরামপুরের বাসিন্দা সঞ্জীব কুমার দে এর দেহ ভেসে উঠলো কোচবিহার সাগর দিঘী তে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল ছড়িয়েছে এলাকায়। তার ভাই অমিত কুমার দেব জানান, দাদা সঞ্জীব কুমার দেব, কর্মসূত্রে তিনি কোচবিহারে ভাড়া থাকতেন, কাল রাতে তার দাদা দুটোর সময় ফোন করে ফোন সুইচ অফ হওয়ায় আজ সকালে তুফানগঞ্জ থানায় মিসিং ডায়েরি করতে যায় তার। সেখান থেকেই খবর পেয়ে ছুটে আসেন কোচবিহার শহরে সাগর দীঘিতে। অপরদিকে সাগরদিঘীতে দেহ ভেসে ওঠায় প্রথমে স্থানীয় লোকজনরা দেহ দেখতে পান। খবর যায় কোচবিহার কোতোয়ালি থানায়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে কোচবিহার এম জে এন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে রাত দুটোর সময় কি করে সাগর দীঘিতে এই ঘটনা ঘটলো তা নিয়ে যথেষ্ট সন্ধিহান পরিবারের লোকজন।

মালদার শতাব্দী প্রাচীন চাঁচল রাজার আমলের তৈরি হনুমানজীর মন্দিরে বিগ্রহ ভাঙল দুস্কৃতীরা

মালদা ঃ মালদার শতাব্দী প্রাচীন চাঁচল রাজার আমলের তৈরি হনুমানজীর মন্দিরে বিগ্রহ ভাঙল দুস্কৃতীরা। শিব মন্দিরে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান সামগ্রী লুঠপাট চালালো দুস্কৃতীরা বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার গভীর রাতের এই ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চাঁচল থানার অলিহণ্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিন্দা শিব মন্দির এলাকায়। বুধবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে তদন্তে পৌঁছায় চাঁচল থানার পুলিশ। চাঁচল রাজার আমলের শতাব্দীর প্রাচীন শিব মন্দির এবং হনুমান মন্দিরে চুরি ও বিগ্রহ ভেঙে যাওয়ার ঘটনাকে ঘিরে তুমুল অসন্তোষ ছড়িয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে।

স্থানীয় একাংশ বাসিন্দাদের অভিযোগ , এর আগেও এই মন্দিরের সামনে বসানো হাইমাস টাওয়ারের লাইট চুরি করেছে দুস্কৃতীরা। এদিন মন্দিরের সেবাইতের নজরে প্রথমে বিষয়টি আসে। এরপরেই গ্রামবাসীদের খবর দেওয়া হয়। দুস্কৃতীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিও জানিয়েছেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা।

হাতিন্দা শিব মন্দির কমিটির কর্মকর্তা প্রভাস দাস জানিয়েছেন, চাঁচল রাজার আমলের ঐতিহ্যবাহী শিব মন্দির এবং এই হনুমান মন্দিরকে ঘিরে আজও মানুষের মধ্যে চরম উৎসাহ রয়েছে। প্রতিবছর শিবরাত্রিতে অসংখ্য ভক্তেরা আসেন বিহার এবং ঝাড়খণ্ড থেকে । জাঁকজমক এই মন্দিরের এক পাশে রয়েছে বজরংবলীর বিগ্রহ , সেটি ভেঙে দিয়েছে দুস্কৃতীরা। পাশাপাশি শিব মন্দিরের ঘন্টা সহ নানান ধরনের মূল্যবান সামগ্রীও চুরি হয়েছে। এই ঘটনায় নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে। চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। দুস্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহার এক নাম্বার লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ নিশীথ প্রামাণিকের জন্মদিন উপলক্ষে কোচবিহার

কোচবিহার ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহার এক নাম্বার লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ নিশীথ প্রামাণিকের জন্মদিন উপলক্ষে তার দীর্ঘায়ু কামনায় কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন বাড়িতে পুজো দিলেন তার অনুগামীরা। তার ছবিকে সামনে রেখে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান নিয়ম পদ্ধতি মেনে পুজো দিলেন তারা। মন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনায় কি বললেন অনুগামীরা তার শুনে নেব।

আর্থিক তছরূপে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের স্কুলে প্রবেশের নিষেধে গার্জিয়ান ফোরামের ফতোয়া জারিকে ঘিরে ইসলামপুর স্টেট ফার্ম কলোনী হাই স্কুল জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে

ইসলামপুর ঃ আর্থিক তছরূপে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের স্কুলে প্রবেশের নিষেধে গার্জিয়ান ফোরামের ফতোয়া জারিকে ঘিরে ইসলামপুর স্টেট ফার্ম কলোনী হাই স্কুল জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বুধবার ইসলামপুর স্টেট ফার্ম কলোনী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কানাইলাল কর্মকারের দপ্তরের দরজা সিল করে সম্পূর্ন টাকা জমা না দেওয়া পর্যন্ত স্কুলে প্রবেশ নিষেধের ফতোয়া জারি করেছে গার্জিয়ান ফোরাম।

এদিন স্কুল শুরু হতেই এই ধরনের ফতোয়া দেখে পড়ুয়া থেকে শিক্ষক শিক্ষিকা সকলেই হতচকিত হয়ে পড়েন। বিগত কয়েক মাস ধরেই ইসলামপুর স্টেট ফার্ম কলোনী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কানাইলাল কর্মকারের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগকে ঘিরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। আর্থিক তছরুপের অভিযোগ প্রমাণিত ও স্বীকারোক্তির পরেও সম্পূর্ন টাকা স্কুলে ফেরত না দেওয়ায় প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এমন ফতোয়া বলে গার্জিয়ান ফোরাম তরফে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি এই ধরনের ঘটনায় স্কুলের সুষ্ঠ পঠন-পাঠনের পরিবেশ প্রভাবিত হচ্ছে বলে দাবি শিক্ষক মহলের। এছাড়াও এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা।

ঘন কুয়াশার মধ্যে গভীর রাতে দলছুট হাতির তাণ্ডব গ্রামে

জলপাইগুড়ি ঃ ঘন কুয়াশার মধ্যে গভীর রাতে দলছুট হাতির তাণ্ডব গ্রামে। জানা যায় ধূপগুড়ি ব্লকের সোনাখালি জঙ্গল থেকে একটি দল ছুট দাতাল ঢুকে পড়ে গ্রামে।আচমকাই জানালা, ঘড়ের বেড়া ভাঙ্গার আওয়াজ কানে ভেসে আসে।বাড়ির মালিক দেখেন একটি সুর নড়ছে তাকে ধরার চেষ্টা করছে। চিৎকার করে ঘরের থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন সকলে।হাতি ঢুকেছে গ্রামে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামের মানুষের রাতের ঘুম উড়ে যায়।খবর যায় বনদপ্তরের কাছে, ততক্ষণে ১০ টি বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে দল ছুট হাতিটি।বহু প্রচেষ্টার পর সেই হাতিটিকে বনদপ্তর আবার জঙ্গলে ফিরিয়ে দেয়।এলাকাবাসীর অনুমান খাবারের সন্ধানে লোকালয়ে হানা দিয়েছিল হাতিটি। এদিকে প্রায় প্রতিদিন রাতে, লোকালয়ে হাতির হামলার ঘটনা বাড়ায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সোনা উল্লা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বেনার উদ্বোধন হলো বুধবার

শিলিগুড়ি ঃ সোনা উল্লা উচ্চ তর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আগামী ২৭শে জানুয়ারি একটি বিশেষ সভার আযোজন করা হয়েছে বিদ্যালয়ের মাঠে। উক্ত সভাতে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন থেকে বর্তমান ছাত্র থেকে শিক্ষকদের সেই সভায় আসার অনুরোধ জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি গৌতম দাস। তিনি এই উপলক্ষে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আযোজন করেছিলেন।এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা সহ অন্যান্য রাও ।এই আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনে শতবর্ষ উদযাপন কিভাবে পালন হবে তা তিনি জানিয়েছেন।

কিলারাম জোতে সৌরচালিত পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়

নকশালবাড়ি ঃ নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে নকশালবাড়ি মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কিলারাম জোতে সৌরচালিত পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। এদিন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি সজনী সুব্বা ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পৃথ্বীশ রায় সহ অন্যান্যরা। ৫লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ব্যয়ে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সহায়তায় এই প্রকল্প। সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান, মহকুমা পরিষদের তিনটি স্তরে আমরা মানুষের উন্নয়নে কাজ করছি।

ফের রামকে নিয়ে রাজনীতি উসকে দিলেন রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী

রায়গঞ্জ ঃ ফের রামকে নিয়ে রাজনীতি উসকে দিলেন রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী। তিনি বলেন রাম মন্দির তৈরি করা একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল। ২০১৯ সালে কংগ্রেস বলে ছিল আমরা রাম মন্দির করতে পারবো না। আমরা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি কংগ্রেস বলে ছিল। তাই আমরা এই প্রতিশ্রুতি পুরণ করছি। রাম জন্মভূমিকে কলঙ্কিত করেছিল মোঘল সম্রাট বাবর করে ছিল। সেই কলঙ্কিত অধ্যায়কে আমরা সমাপ্ত করব। এবং সমাপ্ত করে ভারতবর্ষের স্বাভিমান আমরা ফিরিয়ে দেব। যেখানে বিরোধীরা বলছে রাম নিয়ে রাজনীতি করছি। যেখানে রাম বিনা ভারত বর্ষে কোনও কিছু হতে পারে না। তাই রাম ছাড়া রাজনীতি কেন, রামকে নিয়ে আমরা সবকিছু করব বলে এমন মন্তব্য করেন তিনি

শিলিগুড়ির হাতি মোড় এলাকাতে ভর দুপুরে এক যুবতীর শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠলো কিছু যুবকের বিরুদ্ধে

শিলিগুড়ি – শিলিগুড়ির হাতি মোড় এলাকাতে ভর দুপুরে এক যুবতীর শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠলো কিছু যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে বুধবার দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনারস্থলে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ পৌঁছায়। ওই এলাকায় থাকা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রবল ঠান্ডায় দুঃস্থদের কম্বল মশারি ও রান্নার সরঞ্জাম প্রদান পুলিশের

কৃষ্ণনগর ঃ প্রবল ঠান্ডায় দুঃস্থদের কম্বল মশারি ও রান্নার সরঞ্জাম প্রদান পুলিশের।সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার উদ্যোগে এবং নবদ্বীপ থানার ব্যাবস্থাপনায় নবদ্বীপ শহরের বিভিন্ন পুর ওয়ার্ড এবং গ্রামীণ অঞ্চলের ৪৭০ জন দুস্থ ও অসহায় মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হল কম্বল, মশারি ও রান্নার বাসনপত্র। এই সহায়তা তুলে দিতে এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কে অমরনাথ , নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা, পুরপ্রধান বিমান কৃষ্ণ সাহা, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জুরানি ঘোষ সহ নবদ্বীপ পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা।

অযোধ্যার অক্ষত চাল সীমান্ত পেরিয়ে পৌছালো বাংলাদেশে

বনগাঁ ঃ ২২ তারিখ রাম মন্দির উদ্বোধন। তারই আগে বনগাঁর বিধায়ক সহ হিন্দু সনাতনী সম্প্রদায়ের মানুষদের হাত ধরে পেট্রাপোল সীমান্তের জিরো পয়েন্টে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশী সনাতনী হিন্দু ধর্মের মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হলো অযোধ্যার পূর্ণভূমির রামচন্দ্রের পূজিত চাল। সঙ্গে ছিল রাম জন্মভূমির ছবি সহ লিফলেট। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী বার্তা অনুযায়ী আগামী ২২ তারিখ বাংলাদেশের হিন্দু সনাতনী ধর্মের সকলের বাড়িতে সন্ধ্যা প্রদীপ প্রজ্বলনের আমন্ত্রণ জানানো হয়। এদিনের এই কর্মসূচিতে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা ও উপস্থিত ছিলেন। রাম জন্মভূমি অক্ষত চাল হাতে পেয়ে খুশি বাংলাদেশের হিন্দু সনাতনী ধর্মের মানুষেরা। শুভ সন্ধিক্ষণের সাক্ষী থাকলে চলেছে গোটা বিশ্বের পাশাপাশি বাংলাদেশও।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মাধ্যমিক পরীক্ষার মুখে শাসক দলের মদতে তারশ্বরে মাইক বাজিয়ে চলছে মেলা

আলিপুরদুয়ার ঃ আর কয়েকদিন পরেই জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক দিতে চলেছে রাজ্যের বহু পরীক্ষার্থী। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে।অথচ আলিপুরদুয়ার জেলার অসম সীমানা কুমারগ্রাম ব্লকের খোয়ারডাঙ্গা জ্বলনেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে শাসক দলের মদতে চলছে মেলা, এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের। এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, যে মাধ্যমিক পরীক্ষার মুখে কি করে একটি বিদ্যালয়ের মাঠে মেলার অনুমতি দেয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে খোঁজ করলে জানা যায় ওই বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি অচিন্ত রায় প্রভাবশালী স্থানীয় তৃণমূল নেতা এবং তার স্ত্রী স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান।এবং ওই মেলা কমিটির পরিচালনায় যুক্ত অধিকাংশই স্থানীয় তৃণমূল নেতা। এমনকি খোয়ারডাঙ্গা অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সুদয় নার্জিনারি ওই মেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক। তাই মাধ্যমিক পরীক্ষার মুখে স্কুলের মাঠে মেলা বসলেও শাসক দলের ভয়ে মুখ খুলছে না সাধারণ মানুষ।

বিজেপি নেতা সুনিল মাহাতঝ অভিযোগ, সন্ধে থেকেই তারস্বরে মাইক বাজিয়ে মেলা চলে,অথচ মেলার থেকে ঢিল ছোড়া দুরত্বে রয়েছে পরীক্ষার্থীদের বাড়ি। শুধু মাইক বাজানো নয় তার আরো অভিযোগ এই মেলায় অবাধে চলছে জুয়া খেলাও, যাতে জড়িয়ে পড়ছে স্থানীয় যুব সমাজ।এই বিষয়ে মেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুদয় নার্জিনারি জানান, বিজেপি মিথ্যে অভিযোগ করছে, মেলা চলছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে জোরে মাইক বাজানো হচ্ছে না, কোনো জুয়া খেলাও নেই মেলার মাঠে। স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি অবশ্য মেলা নিয়ে এক অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করেছেন। তিনি জানিয়েছেন এই এলাকায় কোনো মেলা হয় না, তাই স্থানীয় মানুষ তার কাছে মেলার আবদার করেছিলেন, সেই কারণেই তিনি স্কুল মাঠে মেলার অনুমতি দিয়েছেন।পরীক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে এই মেলা বন্ধের দাবিতে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব মঙ্গলবার মিছিল ও পথ সভা করে। অবিলম্বে মেলা বন্ধ না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

মালদায় শুরু হলো শ্রমিক মেলা

মালদা ঃ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিকদের আত্মনির্ভর করার ক্ষেত্রে মালদায় শুরু হলো শ্রমিক মেলা। সামাজিক সুরক্ষা যোজনা প্রদানের লক্ষ্যেই বুধবার এই শ্রমিক মেলা উদ্বোধন হয় পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেতুমোড় এলাকায়। ১৭ এবং ১৮ জানুয়ারি দুই দিন ধরে এই শ্রমিক মেলা চলবে। এদিনের এই শ্রমিক মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, সহকারি সভাধিপতি এটিএম রফিকুল ইসলাম, মালদার শ্রম দপ্তরের যুগ্ম লেবার কমিশনার তানিয়া দত্ত , বিধায়ক সমর মুখার্জি সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। এদিনের শ্রমিক মেলার উদ্বোধনী কর্মসূচির মাধ্যমে ৬১৩ জন বেনিফিসিয়ারীদের নানান দুর্ঘটনার জনিত বিষয়ের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকা বেনিফিট চেক দেওয়া হয়। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুইদিন ধরে চলা এই শ্রমিক মেলায় রাজ্য সরকারের মোট ১৬টি দপ্তরের স্টল খোলা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে উৎকর্ষ বাংলা, শ্রম দপ্তর, খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর, মৎস্য দপ্তর প্রমুখ । এই মেলার মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের পরিবারদের কাছেই রাজ্য সরকারের বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষায় নথিভুক্ত করার কর্মসূচির বিষয়টি নিয়েও প্রচার চালানো শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য , গত বছর সেপ্টেম্বর মাস থেকেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কর্মসাথী প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। এই কর্মসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে মালদায় এখনো পর্যন্ত প্রায় তিন লক্ষ পরিবার নথিভুক্ত হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি মালদার ২৯টি মৃত শ্রমিকের পরিবারকে এখনো পর্যন্ত এই প্রকল্প মাধ্যমে ৫৮ লক্ষ টাকার চেক দিয়ে সহযোগিতা করেছে প্রশাসন। রাজ্য সরকারের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা এবং শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করার বিষয়টি নিয়ে মূলত এই শ্রমিক মেলার আযোজন করা হয়েছে।

মালদার যুগ্ম লেবার কমিশনার তানিয়া দত্ত জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত দুর্ঘটনায় মৃত্যু মালদার পরিযায়ী শ্রমিকদের ২ লক্ষ টাকা এবং জখমদের ৫০ হাজার টাকা করে চেক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন এই মেলার মাধ্যমে ৬১৩ জন বেনিফিশিয়ারীকে ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকার বেনিফিট দেওয়া হয়। পাশাপাশি নির্মাণকর্মীদের ৬০ বছর বয়স পেরিয়ে গেলে এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা পেনশনের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। অক্ষমতাজনিত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা হিসেবে ন্যূনতম ৫০ হাজার সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকাও দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষায় নথিভুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা এখনো পর্যন্ত প্রায় ১২ লক্ষ । কর্মসাথী প্রকল্প চালু হয়ে যাওয়ার তিন মাসের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে সরকারিভাবে নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই শ্রমিক মেলার মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের পরিযায়ী শ্রমিকেরা কিভাবে কাজের সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন তা নিয়েও মূলত সচেতনতামূলক প্রচার চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেখানে মালদার শ্রমিকদের পরিবারেরা সামিল হয়ে বিশদ তথ্য জানতে পারবেন। দুইদিন ধরেই রাজ্য সরকারের নানান সুবিধার বিষয়গুলি নিয়েই এই শ্রমিক মেলার আযোজন করা হয়েছে।

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

झारखण्ड हृदय चिकित्सा योजना

अन्तर्गत रिम्स, राँची में शिविर आयोजन संबंधी सूचना

हृदय रोग की

निःशुल्क जाँच

निःशुल्क हार्ट ऑपरेशन

इसमें हृदय (हार्ट) की जन्मजात समस्या ASD, VSD, PDA हृदय में छेद की समस्या एवं बाईपास की समस्या से ग्रसित मरीज इस शिविर (कैम्प) का लाभ ले सकेंगे।

श्री सत्य साईं हार्ट हॉस्पिटल (राजकोट तथा अहमदाबाद) के सहयोग से आयोजित शिविर में 3 माह से 18 वर्ष की आयु के बच्चों तथा 18 वर्ष से 65 वर्ष तक के वयस्कों के लिए निःशुल्क जाँच एवं उपचार की व्यवस्था है।

शिविर का लाभ उठाने के लिए अपने जिले के सिविल सर्जन से संपर्क करें या हेल्थ हेल्पलाईन नंबर- 104 पर कॉल कर सहायता प्राप्त करें।

दिनांक:
27-28 जनवरी 2024

समय:
सुबह 10.00 से
शाम 5.00 बजे तक

स्थान:
राजेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, बरियातु, राँची, झारखण्ड

स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार

एवं

श्री सत्य साईं हार्ट हॉस्पिटल (राजकोट तथा अहमदाबाद) द्वारा आयोजित

आकस्मिक स्थिति में किसी भी मरीज़ को एम्बुलेंस द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाने हेतु निःशुल्क राज्य हेल्पलाईन नंबर 108 (टॉल फ्री) पर कॉल करें

आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना की जानकारी हेतु निःशुल्क डायल करें (टॉल फ्री) नम्बर-14555/10883456540

स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जानकारी/शिकायत हेतु 24/7 निःशुल्क राज्य हेल्पलाईन नंबर 104 (टॉल फ्री) पर कॉल करें

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

নাৎসিদের উত্থান ঃ জামার্নির রাজনীতি পাল্টে যাচ্ছে কি

জার্মানির ছোটবড় সব শহরে গত সপ্তাহ থেকে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করছে। তাদের দাবি, চরম রক্ষণশীল নাৎসিবাদী অলটারনেটিভ ফর জার্মানি দলটিকে নিষিদ্ধ করতে হবে। এএফডি বা অলটারনেটিভ ফর জার্মানি, আর নাৎসি হিটলারের এনএসডিএপি দলটির নাম ও নীতির মধ্যে বেশ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। হিটলারের পতন ঘটেছে সেই ১৯৪৫ সালে। তবে তাঁর নাৎসিবাদী চিন্তাচেতনার ভূত বারবার ফিরে আসছে জার্মান রাজনীতিতে। ২০১৩ সালে গঠিত অলটারনেটিভ ফর জার্মানি বা জার্মানির জন্য বিকল্প দলটির কার্যক্রম ক্রমেই জার্মানির মূল ধারার রাজনীতিকে বিষাক্ত করে তুলছে। ১০ জানুয়ারি বার্লিনের অনতিদূরে পটসডাম শহরের একটি হোটেলে ডানপন্থী কট্টরবাদীদের একটি গোপন বৈঠকের কথা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই জার্মানিজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। জার্মানির টাজ পত্রিকাটি জানিয়েছে, এই গোপন বৈঠকে ভবিষ্যতে তাদের রাজনীতির নীতিনির্ধারণ, আর্থিক বিষয়সহ বেশ কিছু স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে অলটারনেটিভ ফর জার্মানির রাজনীতিবিদ ও তাঁদের প্রতি সহনশীল ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা এবং অস্ট্রিয়ার ডানপন্থী আইডেনটিটি মুভমেঃটের সাবেক প্রধান মার্টিন সেলনারসহ বেশ কিছু নাৎসি মূল্যবোধের ধারক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ষড়যন্ত্রমূলক এ বৈঠকের মূল বিষয় ছিল জার্মানি থেকে লাখ লাখ অভিবাসীকে বিতাড়িত করার উপায় খোঁজা। হিটলারের দলও ১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় এসে এই গণনির্বাসনের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেছিল। যাঁদের অভিবাসনের ইতিহাস আছে, যাঁর গায়ের রং শ্বেতাঙ্গ নয়, যাঁরা উদ্বাস্তুদের সাহায্যসহযোগিতা করে, জার্মান সমাজব্যবস্থায় যেসব অভিবাসীরা নিজেদের মিশিয়ে নিতে পারছেন না, তাঁদের জার্মানি থেকে নির্বাসিত করার বিষয়ে হিটলারের অনুসারী এএফডি দল আলোচনা করেছে। এ ঘটনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরো এএফডি দলটির ভয়ংকর চেহারা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। সবাই বুঝতে পারছে, দলটি আবারও জার্মানিতে জাতিগত জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দিতে চায়। এ ছাড়া জার্মানির বর্তমান জোট সরকারও জার্মান জনগণের কাছে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। অভিবাসী বিষয়ে মূলধারার দলগুলোর দোদুল্যমান রাজনীতি জার্মানিতে নাৎসিদের নতুন করে উত্থানে সহায়ক হচ্ছে। এখন কট্টরবাদীরা জার্মানির মাটিতে যা ঘটাচ্ছে, তা রুখতে জার্মানির রাজনীতিতে নতুন ভাবনার সময় এসেছে। তাদের এই অমানবিক ও সংবিধানবিরোধী মনোভাব জার্মানিকে নতুন করে হুমকির মুখে ফেলেছে। জার্মানির গবেষণা পোর্টাল গোপন বৈঠকের তথ্য উন্মোচন করে বলেছে, এএফডির নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদদের এ পরিকল্পনা হিটলারের দলটির মতোই সুস্পষ্ট ও সমান্তরাল। নেতৃস্থানীয় এএফডি রাজনীতিবিদের এই গোপন বৈঠকে জার্মানি থেকে গণনির্বাসনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। যেমনটি করেছিল হিটলারের এনএসডিএপি দলটি। একই সময়ে একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এএফডি দলটি আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠেয় জার্মানির পূর্বাঞ্চলে তিনটি রাজ্যথুরিংগিয়া, স্যাক্সনি ও ব্র্যান্ডেনবার্গ রাজ্যসভার নির্বাচনে অন্য সব দলের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। রাজ্য তিনটিতে তাদের সরকার গঠন করা বা গঠনে অন্যতম সহায়ক শক্তি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া না। এ বৈঠকের কথা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই প্রথমে বার্লিন ও পটসডাম শহরে, পরবর্তীকালে জার্মানিজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভে লাখো মানুষ রাস্তায় নেমেছেন। 'গণতন্ত্র রক্ষা করুন' স্লোগান দিয়ে ১৩ জানুয়ারি বার্লিন গেটে বিশাল বিক্ষোভ হয়। একই দিনে পটসডাম শহরে বিক্ষোভ হয়। সেখানে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক অংশ নিয়েছেন। এ মুহূর্তে দেশজুড়ে রক্ষণশীল নাৎসিবাদী দলটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ঝড় বইছে। বিক্ষোভকারীরা বলছেন, 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে আমাদের এখনই লড়াই করতে হবে এবং আমাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে দলটিকে নিষিদ্ধ করতে হবে।' জার্মানিজুড়ে বিক্ষোভকারীরা ও শীর্ষস্থানীয় মূলধারার রাজনীতিবিদেরা ডানপন্থী পপুলিস্ট দল অলটারনেটিভ ফর জার্মানিকে নিষিদ্ধ করার কথা বলছেন। তবে এ ধরনের দলকে সহসা নিষিদ্ধ করা জার্মান শাসনতান্ত্রিক ধারা অনুযায়ী একটি জটিল বিষয়।অলটারনেটিভ ফর জার্মানি দলটি জার্মান পার্লামেন্টের নির্বাচনে ২০১৩ সালের নির্বাচনে জার্মান সংসদে কোনো আসন না পেলেও ১৯১৭ সালের নির্বাচনে ৯১টি এবং ২০২১ সালের নির্বাচনে ৭৯ আসন নিয়ে জার্মান সংসদে নিজেদের ভিত্তি রচনা করে নিয়েছে। এ ছাড়া জার্মানির ১৬টি রাজ্যের ১১টি রাজ্য সংসদে তাদের অবস্থান রয়েছে।

জানা অজানা

ধর্ষণের অভিযোগকে যেভাবে নৃশংস হামলার অজুহাত বানাল ইসরায়েল

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গত ৫ ডিসেম্বর ইসরায়েলি নারীদের ধর্ষণের শিকার হওয়ার খবর সবিস্তার বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছেন। তিনি বোঝাতে চাইছেন, হামাস যোদ্ধারা এতটাই বর্বর যে তাদের নিরস্ত্র করতে মাত্রাতিরিক্ত বল প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু করার নেই। তাদের এই ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের পক্ষে তিনি সভ্য জাতিগুলোর সমর্থন চান। একই দিনে ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ এমএসএনবিসিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, হামাসের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ আসলে পশ্চিমা সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার যুদ্ধ। ইসলাম, জেন্ডার ও মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক ঐতিহাসিক এবং একজন নারীবাদী লেখক হিসেবে চট করে আমি নেতানিয়াহুর ভাষ্য ও হারজগের দাবির পেছনে কী, তা ধরে ফেলি। এ এক অতি পুরোনো ভাষ্য। তাঁরা তথাকথিত 'সভ্যতার লড়াই'-এর কথা বলছেন, যার একটি পক্ষে আছে 'সভ্য' পশ্চিম, অন্য পক্ষে আছে 'বর্বর প্রাচ্য'। এই কাঠামোয় নারীদের প্রতি আচরণকে একটি গোষ্ঠী তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করে। নেতানিয়াহু ও হারজগের ভাষ্যের অন্তর্নিহিত অর্থ হলো ইসরায়েল একটি মুক্ত ও সভ্য দেশ । এই দেশের সমাজ নারীবাদী। তাই বিশ্বের সভ্য নেতৃত্বের উচিত ইসরায়েলকে শ্রদ্ধা করা। কারণ, দেশটিতে 'মুসলিমদের' একটি দল হামাস হামলা চালিয়েছে। তারা বর্বর, সহিংস এবং ভয়ংকর ধরনের নারীবিদ্বেষী। তাদের এই স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যুদ্ধে দলবদ্ধ ধর্ষণের মাধ্যমে। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিনিদের 'মানুষ' হিসেবে গণ্য না করার প্রবণতার ব্যাপারে আগেই সতর্ক করেছিলেন। হামাস ও ফিলিস্তিনিদের তারা পশ্চিমা সভ্যতাবিরোধী হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এতে তাদের অমানুষ হিসেবে প্রমাণও সহজতর হয়। পশ্চিমারা ইহুদিদের নিয়ে গতানুগতিক প্রচারে যৌক্তিকভাবেই গা ভাসায়নি। এ ব্যাপারে তারা সতর্ক আছে। কিন্তু মুসলিমদের ব্যাপারে তাদের অবস্থান উল্টো। মুসলিমরা নারীবিদ্বেষী এই প্রচার নিয়ে তারা কোনো প্রশ্ন তুলছে না। বৈশ্বিকভাবেই বিংশ শতাব্দীতে যৌন সহিংসতা যেকোনো সহিংস যুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বা এরপর অক্ষ ও মিত্রশক্তি দুই‌ই স্থানীয় বেসামরিক জনগণের মধ্যে ভীতি ছড়াতে ধর্ষণের মতো বর্বর আচরণকে বেছে নিয়েছিল। নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, ইথিওপিয়ার উত্তরে টাইগ্রে অঞ্চলের গৃহযুদ্ধে প্রায় এক লাখ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ইউক্রেনের নারীরা রুশ সেনাদের যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে, এমন তথ্য আছে অজস্র প্রতিবেদনে। দ্বন্দ্ব সংঘাতে যৌন সহিংসতার এমন সর্বব্যাপী ব্যবহারে আমরা বিচলিত বোধ করি। সে কারণে ৭ অক্টোবর যৌন সহিংসতার যে অভিযোগ উঠেছে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। জাতিসংঘ গত নভেম্বরে ৭ অক্টোবরের জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা তদন্ত করার ঘোষণা দেয়। এর পরপরই ইসরায়েলি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাদের চিকিৎসকদের জাতিসংঘকে সহযোগিতা না করার নির্দেশ দেয়।

'ইন্ডিয়া' জোটে থেকেও জোটের শরিকদের বিরুদ্ধেই কেন তোপ দাগছেন মমতা ব্যানার্জি?

ভারতে আসন্ন লোকসভা ভোটে বিজেপিকে হারাতে কংগ্রেসসহ অনেকগুলি বিরোধী দল মিলে গঠন করেছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স বা 'ইন্ডিয়া' জোট। আর এখন সেই জোটের শরিকদের বিরুদ্ধেই একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন জোটেরই গুরুত্বপূর্ণ শরিক তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ইন্ডিয়া জোটে তাকে ও

কমলেশ
প্রাবন্ধিক

তার দলকে যথেষ্ট 'সম্মান' দেওয়া হয় না। সেই জোটের নাম তিনিই দিয়েছিলেন, কিন্তু বৈঠক 'নিয়ন্ত্রণ' করে সিপিএম - এ কথা জানিয়ে সোমবার 'ইন্ডিয়া জোটের' শরিকদের বিরুদ্ধে তীব্র উষ্মা ব্যক্ত করেছেন তিনি। রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন (২২ শে জানুয়ারি) সর্বধর্ম সমন্বয়ের উপর জোর দিয়ে 'সংহতি মিছিলের' আয়োজন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। মিছিলের শেষে জনসভায় বিরোধী দল বিজেপিকে নিশানা দেগেছেন তিনি।

কিন্তু একই সঙ্গে বিজেপিকে 'নির্মূল' করতে তৈরি 'ইন্ডিয়া জোটের' অন্য শরিকদের বিরুদ্ধে সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেননি তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, বাংলাতে আমরা ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক করি। জোটের নাম ইন্ডিয়া আমিই দিয়েছিলাম। এটা বলতে আমার খুব দুঃখ লাগে, বৈঠকে গিয়ে দেখি সেই বৈঠক নিয়ন্ত্রণ করছে সিপিএম। সেই সিপিএম - যার সঙ্গে আমার জীবনের ৩৪ বছর লড়াই করেছি, তাদের কোনও কথা আমরা মানব না।

একই সঙ্গে আক্ষেপ জানিয়ে তিনি বলেছেন, আমাদের খুব অসম্মান করা হয়। এই অভিযোগের উত্তরে দলীয় 'সঙ্কীর্ণতা' দূরে সরিয়ে রাখার আহ্বান জানিয়েছে কংগ্রেস। বরং যে লক্ষ্য নিয়ে ইন্ডিয়া জোট তৈরি, সে কথা তারা মনে করিয়ে দিয়েছে। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেছেন, ইন্ডিয়া জোট তৈরি হয়েছে একটা রাজনৈতিক কারণে। সারা ভারতের মানুষের দিকে তাকিয়ে, বিশেষ করে দেশের ঐক্য এবং সংহতির দিকে তাকিয়ে।

দলীয় সংকীর্ণতাকেই যদি আমরা আদর্শ বলে মনে করি, তাহলে কিন্তু আগামী দিনে আমরা কোন পথে যাব কেউ বলতে পারব না। সুতরাং আমি আশা করব তৃণমূল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে পুকুর থেকে সমুদ্রে নামবে, বলেন মি ভট্টাচার্য।

'জোটের' বিরুদ্ধে ক্ষোভ

লোকসভা ভোটে আসন ভাগাভাগি থেকে শুরু করে 'ইন্ডিয়া' জোটে কংগ্রেসের ভুমিকা সহ একাধিক বিষয় নিয়ে একাধিকবার অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মমতা ব্যানার্জি। সংহতি মিছিলের শেষে মঞ্চে দাঁড়িয়ে সে বিষয়েও সরব হয়েছেন তিনি।

সিপিএম এবং কংগ্রেস দুই দলকেই কটাক্ষ করেছেন।

দেখা যাচ্ছে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি সরকার যখন অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ, দুর্নীতি দমন সহ একাধিক ইস্যুকে সামনে রেখে ভোট প্রচারে নেমে পড়েছে, বিরোধী ইন্ডিয়া জোট তখন নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগির সমীকরণ সমাধানে ব্যস্ত।

আসন্ন ভোটের লড়াইয়ে জোট কীভাবে লড়বে, সে বিষয়ে মতামত জানিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। তার অভিযোগ, সে কথা মানা হয়নি।

কিন্তু 'অসম্মান' হওয়া সত্ত্বেও, তার দাবি বিজেপিকে হারাতে 'ইন্ডিয়া জোটের' প্রতি আস্থা রেখেছেন তিনি।

আমাদের খুব অসম্মান করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত আঞ্চলিক দলের নেতৃত্বকে বলেছিলাম, যে রাজ্য যে দল শক্তিশালী, সেখানে সেই দলের হাতে ভোটের দায়িত্ব ছেড়ে দাও, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্য দিকে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আগামী লোকসভা ভোটে বিভিন্ন রাজ্যে শরিক দলগুলোর সঙ্গে আসন ভাগাভাগির জন্য পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গড়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি সহ

'ইন্ডিয়া'র নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের দিনই এই পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে।

কিন্তু তার মতামতকে 'গুরুত্ব' দেওয়া হয়না বলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী।

তার কথায়, আমি বলেছিলাম ৩০০ আসনে লড়াই হোক। তার পর বাকিদের সাহায্য করে দেব। তোমাদের কোনও সিটে আমরা লড়ব না। ওরা কি বলল? আমাদের যা মর্জি তাই করব। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, বিজেপিকে সাহায্য করবেন না। যদি বিজেপিকে সাহায্য করেন, তাহলে কেউ আপনাদের মাফ করবেন না। আর আমি তো করবই না।

নাম না করেই রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষও করেছেন তৃণমূল নেত্রী। এই মুহূর্তে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'তে ব্যস্ত রয়েছেন রাহুল গান্ধী।

সেই সফরের মাঝেই ২২শে জানুয়ারি অসমের নগাঁও জেলার শঙ্করদেব মন্দিরে যাওয়ার কথা ছিল তার। অভিযোগ, সে সময়ে পুলিশ বাধা দেয় তাকে।

সেই ঘটনারও পরোক্ষ উল্লেখ ছিল তৃণমূল নেত্রীর বক্তৃতায়।

নাম না করেই রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে মমতা ব্যানার্জি বলেন, আমাদের লড়াই করার হিম্মত আছে কিন্তু এরা লড়াই করতে দেয় না। আমাদের হিম্মত রয়েছে বলে আমরা মিছিল বের করেছি।

কটা রাজনৈতিক দল মিছিল বের করার হিম্মত দেখিয়েছে? একটা মন্দির সফরে গিয়ে হয়ে গেল? আমরা তো মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার, গির্জায় গিয়েছি। সব ধর্মকে নিয়েই তো চলেছি।

প্রসঙ্গত, রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'র পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে যাওয়ার কথা আগামী বৃহস্পতিবার। এই সফরের বিষয়ে তৃণমূলের কাছ থেকে কোনও সমর্থন না পেয়ে, মহম্মদ সেলিমের নেতৃত্বে সিপিএমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব।

কী বলছে কংগ্রেস

শরিক তৃণমূলের 'অভিযোগ' নস্যাৎ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

তার সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির 'বিভেদ' অবশ্য নতুন নয়। প্রায়শই দুপক্ষ বাদানুবাদে জড়িয়েছেন।

সম্প্রতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছিলেন, তৃণমূলের স্বার্থেই তাদের কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার প্রয়োজন। তার মন্তব্য ছিল, ''কংগ্রেসকে আপনার প্রয়োজন, মনে রাখবেন মমতা ব্যানার্জি। বাঁচতে গেলে আপনার প্রয়োজন হবে কংগ্রেসকে।''

সে সময়ে পাল্টা জবাব নিয়েছিল তৃণমূলও।

২২ শে জানুয়ারি অধীর রঞ্জন চৌধুরী সাংবাদিকদের আরও বলেন, ইন্ডিয়া জোটে থাকলেও মোদীশাহের সঙ্গে ওর (মমতা ব্যানার্জির) গোপন আঁতাত রয়েছে। সেই কারণেই উনি কখনও কংগ্রেসকে, কখনও রাহুলকে, কখনও বামেদের আক্রমণ করেছেন। এটা ওর পুরনো ছক।

অন্য দিকে, সমস্ত 'মনোমালিন্য' ভুলে তৃণমূলকে প্রধান বিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ার বার্তা দিয়েছেন কংগ্রেসের প্রদীপ ভট্টাচার্য। একই সঙ্গে দু'টি রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গি যে আলাদা হতে পারে সে কথা মেনে নিয়েও 'এক লক্ষ্যের' দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথাও বলেছেন এই বর্ষীয়ান নেতা।

তার কথায়, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, এই চিন্তাধারা নিয়েই তৈরি হয়েছিল এই জোট। সব রাজনৈতিক দলেরই একটা রাজনৈতিক ভাবভঙ্গি রয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা নিশ্চয়ই থাকতেই পারে। পতাকার রঙ যেমন আলাদা, দৃষ্টিভঙ্গিও আলাদা।

বিজেপির ধর্মীয় মেরুকরণকে রুখতে, 'ইন্ডিয়া জোটের' সমস্ত শরিকদের একজোট হওয়ার উপর জোর দিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেছেন, কিন্তু একটা মৌলিক বিষয় যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, যেটা জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করতে পারে, দেশের ঐক্য সংহতি কে বিপন্ন করতে পারে এবং দেশের অভ্যন্তরে বিভাজনের রাজনীতি তৈরি হতে পারে তখন সেই বিভাজনকে প্রতিহত করার জন্য বাঁধ দেওয়া দরকার। আর সেটা তৈরি করতে গেলে সব দলগুলো যারা বিজেপির বিরুদ্ধে রয়েছে, তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

সুতরাং, একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে এই ইন্ডিয়া জোট তৈরি করা। সেই ইতিহাসের এই প্রয়োজনকে যদি আমরা অস্বীকার করি তাহলে আমরা ভুল করব, বলেন প্রদীপ ভট্টাচার্য।

সিপিএমের বক্তব্য

অন্য দিকে, জোটের একাধিক বৈঠকে রাহুল গান্ধীর পাশে দেখা গিয়েছে সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরিকে। তাদের দল যে বিজেপি এবং আরএসএসের বিরুদ্ধে 'ইন্ডিয়া জোটের' অংশীদার হয়ে একত্রে লড়বে সে কথা সিপিএম স্পষ্ট করে দিয়েছে।

কিন্তু জোটে বামেদের ভুমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী।

অভিযোগ করেছেন, বৈঠকে তাকে 'অসম্মান' করা হয়। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, উনি তো সিপিএমের থেকে সম্মান আশা করেন না!

একই সঙ্গে তিনি যোগ করেছেন, উনি তো বরং সিপিএমের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে আরএসএসের সঙ্গে থেকেছেন। উনি সম্মান আশা করছেন কেন? আর উনি সম্মান চেয়েছেন সে কথাও তো কখনও বলেননি। তাই প্রশ্নই তো ওঠে না।

বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে সরানোর ক্ষেত্রে তৃণমূলের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মি চক্রবর্তী।

তার কথায়, ওনার দুঃখের কারণ ইন্ডিয়া জোটে উনি গুরুত্ব পাচ্ছেন না। তার কারণ শুধু জোট নয়, পুরো দেশ বুঝে গেছে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তৃণমূলের কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। ওর স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত বিশ্বাসযোগ্যতা আছে কিনা। আর যদি না থাকে তা হলে, সম্মান পাবেনই বা কেন!

কেন জোটের বিরুদ্ধে ক্ষোভ?

একাধিকবার তৃণমূল নেত্রীর গলায় ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের বিরুদ্ধে নানান 'অসন্তোষ' প্রকাশ পেয়েছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পুরো বিষয়টিকে 'রাজনীতির খেলা' ছাড়া আর কিছুই মনে করছেন না বিশ্লেষকেরা।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, রাজনীতি এখন পোস্ট ট্রুথ-এর উপর চলে। যার মানে, সামান্য সত্যি থাকবে এবং বাকিটা মিথ্যে মিশিয়ে ন্যারেটিভ তৈরি করা। এটাই কিন্তু এখন রাজনীতি।

'ইন্ডিয়া' জোটে তৃণমূলের অবস্থানের বিষয়ে তিনি বলেছেন, তৃণমূল জাতীয় স্তরে বিজেপিকে কখনওই চ্যালেঞ্জ করবে না। বরং তারা এই জোটের মধ্যে একটা গণ্ডগোল তৈরি করতে চাইছে। যেটা তারা ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে।

কিন্তু তৃণমূলের একটা ভয় আছে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা কংগ্রেস এবং সিপিএমকে কিছুটা ভোট দিতে পারে। যাতে ওই দু'টি দলকে মুসলমানরা ভোট না দেয়, তাই তাদের কাছে সরাসরি এই বার্তা দিতে চাইছে, যে সিপিএম এবং কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়ে সিরিয়াস নয়। যদিও ব্যাপারটা ঠিক উল্টো, বলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

সাময়িকী

বইমেলাকে কীভাবে শিশুবান্ধব করা যায়

লায়লা খন্দকার
প্রাবন্ধিক

আর কয়েক দিন পরই শুরু হবে বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'অমর একুশে বইমেলা'। মাসজুড়ে অসংখ্য পাঠক সেখানে যাবেন, বই দেখবেন ও কিনবেন। মাবাবার সঙ্গে অনেক শিশুও আগ্রহ নিয়ে বইমেলায় যায়। নিজের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করা তাদের বই পড়ার ব্যাপারে আরও আগ্রহী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বই পড়লে শিশুরা আনন্দ পায়, তাদের কল্পনাশক্তি বাড়ে। বই পাঠ শিশুদের নিজস্ব চিন্তা ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা, মনোযোগ ও যোগাযোগের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শিশুদের সামগ্রিক বিকাশে বই পড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। শিশুরা যাতে নিরাপদে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও আনন্দের সঙ্গে বইমেলায় সময় কাটাতে পারে, তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। শিশু চত্বরে এমন প্রকাশকেরা স্টল দেন, যাঁরা শিশুদের জন্যই বই প্রকাশ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য প্রকাশনী থেকে শিশুদের বই বের হয়, তাদের স্টলগুলো থাকে মেলাজুড়েই। এ জন্য পুরো মেলার আয়োজনেই শিশুদের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। শিশু চত্বরে প্রবেশের সময় একটা আকর্ষণীয় দরজা রাখা দরকার, এর মাধ্যমে শিশুদের একটা আলাদা জগতে প্রবেশের অনুভূতি হবে। শিশুদের বয়সের কথা বিবেচনা করে রং, ছবি, ফন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করে শিশু চত্বরকে সাজালে, তা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। শিশুদের উচ্চতা উপযোগী জল পানের জায়গা, শৌচাগার ও বেসিনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অল্প বয়সী শিশুদের নিয়ে যে মায়েরা আসেন, তাঁদের জন্য মাতৃদুগ্ধ পানের কর্নার রাখতে হবে। শিশু চত্বরের ভেতরে বা তার কাছাকাছি একটা ব্যবস্থা করা উচিত, যেখানে শিশুরা তাদের প্রিয় লেখকদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারবে। মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত নতুন শিশুতোষ বই কিংবা পঠিত অন্যান্য বই সম্পর্কে যাতে শিশুরা তাদের মতামত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে, সে জন্য আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। এর ফলে শিশুরা কী ধরনের বই পড়তে আগ্রহী, সে সম্পর্কে লেখক ও প্রকাশকেরাও ধারণা পাবেন। শিশু প্রাঙ্গণে এমন এক বা একাধিক জায়গা নির্ধারিত থাকা দরকার, যেখানে শিশুরা গল্প পাঠ, গল্প লেখা, অলংকরণ, গল্পের প্রিয় চরিত্রের মতো সাজা ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীল সময় কাটাতে পারবে। শিশুপ্রহর ঘিরে শিশুদের আগ্রহ থাকে অনেক শিশু তখন মাবাবার সঙ্গে মেলায় আসে। কিন্তু সেই সময় অন্যরাও মেলায় যেতে পারে। এতে শিশুপ্রহরের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। শিশুপ্রহরের কয়েক ঘণ্টা শিশু এবং তাদের সঙ্গে আসা অভিভাবকদের জন্যই বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। শিশু সঙ্গে না থাকলে বয়স্ক কারও সেই সময়ে মেলায় ঢোকার অনুমতি না থাকলেই ভালো। প্রকাশকদের শিশুতোষ বই প্রকাশে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বইয়ের বিষয়, ভাষা, অলংকরণ, কাগজ ও ছাপার মান উন্নত করে শিশুদের উপযোগী বই প্রকাশ এখন সময়ের দাবি। ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রকৃতি, চিরায়ত সাহিত্য, রূপকথা, পুরাণসহ নানা বিষয়ে বই প্রকাশ করা দরকার। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিশুতোষ বইয়ের কাহিনি, অলংকরণ এবং মুদ্রণ নিয়ে নানা ধরনের চিন্তাভাবনা এবং পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। আমরা তা করছি কি? শিশুদের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে পাঠকের বয়স অনুযায়ী কাগজের ধরন, বাঁধাই, কাটিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ও সম্ভাবনাকে আমরা কি কাজে লাগাচ্ছি? বইয়ের বিষয় এবং ছাপার মান ভালো না হলে তা শিশুরা পড়তে চাইবে না, সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? বইমেলায় স্টলে বই প্রদর্শনের জায়গাগুলো শিশুদের উচ্চতা অনুযায়ী তৈরি করা ইচ্ছা থাকলেই সম্ভব। শিশুরা যখন কোনো স্টলে যাবে, তখন বিক্রয়কর্মীরা তাদের গুরুত্ব দিয়ে সংবেদনশীল আচরণ করবেন। শুধু বড়রাই নন, শিশুরাও ক্রেতা বিষয়টি মনে রাখা জরুরি। যেসব প্রকাশক বড়দের পাশাপাশি শিশুতোষ বইও প্রকাশ করেন, তাঁরা স্টলের একটি অংশ শিশুদের জন্য আকর্ষণীয় নকশায় তৈরি করতে পারেন। এই বিষয়ে যাঁরা স্টলগুলোর নকশা করেন, তাঁদের সচেতনতা ও দক্ষতার প্রয়োজন। কোনো কোনো অভিভাবকের অভিযোগ, মানসম্মত বই না থাকার কারণে শিশুরা ইংরেজি বই পড়লেও বাংলা বই পড়তে চায় না। বর্তমানে শিশুরা খুব দৃশ্যনির্ভর একটা জগতে বসবাস করে, অ্যানিমেশন বা অন্যান্য চলচ্চিত্র, ভিডিও ও কম্পিউটার গেমসে প্রযুক্তির মাধ্যমে খুব আকর্ষণীয়ভাবে গল্প উপস্থাপন করা হয়। এগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই বইকে টিকে থাকতে হবে। বইয়ের মান উন্নত করার বিকল্প নেই। বিভিন্ন বয়সের শিশুদের অনুভূতি, চিন্তাভাবনা ও পড়ার গতি আলাদা। পরিবার, সমাজ ও পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। এসব বিবেচনা করেই বই লিখতে হবে। বইয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় পরিবারে। তিন থেকে ছয় মাস বয়সেই শিশুদের বই দেওয়া উচিত। সেই বইগুলো এমন হতে পারে, যাতে কোনো লেখা নেই, শুধু ছবি আছে। যখন শিশু কথা বলতে ও বুঝতে শেখে, তখন থেকেই যদি মাবাবা এবং অভিভাবকেরা বই পড়ে শোনান, তাহলে তারা বই ভালোবাসতে শিখবে।

পাঠকের চিঠি

বাড়তে থাকা টায়ার দূষন!

অদৃশ্য কিন্তু প্রবল ক্ষতিকারক। একই সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্যসঙ্গী - ঠিক এইভাবে মানুষের অন্যতম সেরা উদ্ভাবন চাকা থেকে সৃষ্ট দূষনকে সংজ্ঞায়িত করেছে ইমপেরিয়াল কলেজ লন্ডনের একটি গবেষনাপত্র । বিশ্বজুড়ে বাড়তে থাকা জনপ্রতি যানবাহনের সংখ্যার সাথে ক্রমবর্ধমান হারে চাকার টায়ারের সংখ্যাও বাড়ছে। গবেষনাপত্রটির তথ্যানুসারে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা নগরগুলির মোট বায়ুদূষনের প্রায় অর্ধেক জায়গা দখল করে আছে রাবারের টায়ার এবং ব্রেক থেকে তৈরি হওয়া বাতাসে ভাসমান কণা। পশ্চিম বর্ধমানের মতো বহুলাংশে নগরায়িত জেলাও এর প্রকোপ থেকে মুক্ত নয়। বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর বর্জ্যে পরিনত হওয়া টায়ারের পরিমান প্রায় ৬ মিলিয়ন টন যার অধিকাংশটাই বাতাসে ভাসমান অবস্থায় শ্বাসপ্রশ্বাসের সময়ে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ক্রমশ নানান ব্যধির সৃষ্টি করে। সমস্যাটি আরো মারাত্মক হয়ে উঠছে উচ্চসহনশীল টায়ারের ক্ষেত্রে - যেগুলির অন্যতম উপাদান হলো দস্তা , সীসা, পলিঅ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন ইত্যাদি ক্যনসার সৃষ্টিকারী মৌল এবং জটিল যৌগ। পেট্রোল ও ডিজেল যানবাহন অপেক্ষা ব্যাটারীচালিত যানবাহনের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা বেশি বই কম নয়। অতিরিক্ত ওজনের কারনে ব্যাটারীচালিত যানবাহনেরর টায়ার দ্রুত ক্ষয়ে যায় ফলে বাতাসে এর বিরুপ প্রভাব আরো তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়. টায়ার কোম্পানী গুলিকে আরো উন্নতপ্রযুক্তির পরিবেশ বান্ধব টায়ার তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে। এর পাশাপাশি জাতীয় দূষন নিয়ন্ত্রক সংস্থার পক্ষ থেকে গোটা দেশে রাজ্য ভিত্তিক, প্রয়োজনে ঘন নগরায়িত জনবসতি যুক্ত এলাকা গুলিতে সমীক্ষা করে বাতাসের গুনগত মান নিয়মিত যাচাই করতে হবে। বাতাসের গুনগতমানের সাথে সরাসরি জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত এই বিষয়টি কে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যাবেনা।

অর্ক গোস্বামী, স্থায়ী ঠিকানা - ২৯, বীর রামমোহন ব্যানার্জি রোড, ইসমাইল আসানসোল

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে গুয়াহাটি মহানগরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি, ব্যারিকেড ভেঙ্গে মহানগরে প্রবেশের চেষ্টা কংগ্রেস নেতাকর্মীর, পুলিশের লাঠিচার্জ

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে দেশের সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আখ্যা রাহুল গান্ধীর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে গুয়াহাটি মহানগরে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জোর করে মহানগরে প্রবেশ করার প্রচেষ্টার জন্য কংগ্রেসের নেতাকর্মের উপর লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে খানাপাড়ায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। রাহুল গান্ধী সহ কংগ্রেসের নেতৃত্ব ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রায় বাধা দেওয়ার জন্য বিজেপি সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন রাহুল গান্ধী এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

গুয়াহাটি মহানগরে প্রবেশ করতে চাইছিল রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা। তবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আগে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন এই যাত্রার জন্য মহানগরের দুটি রাস্তা অর্থাৎ জিএস রোড এবং জিএনবি রোড ছেড়ে দিতে হবে। তবে শুধু বলা নয় গুয়াহাটি পুলিশ কমিশনার তরফে কংগ্রেসের অনুরোধ নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া খানাপাড়ায় পুলিশ বাঁশের ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এরপর কংগ্রেস নেতাকর্মী জোর করে মহানগরের জিএস রোডে প্রবেশ করার চেষ্টা করার পর ব্যাপক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে।

প্রসঙ্গত রবিবার মহানগরে সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা মহানগরের মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে তিনি আদৌ বাধা দেননি। তিনি শুধুমাত্র মহানগরের শুধুমাত্র দুটি সড়ক জি এস রোড এবং জিএনবি রোড ত্যাগ করার অনুরোধ জানাচ্ছেন। তাছাড়া জাতীয় সড়কও মহানগরের অংশ তথা রিংরোড হিসেবে ইতিমধ্যে স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে সে দিকে রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার ক্ষেত্রে সরকারের কোনও আপত্তি নেই। সেখানে যত খুশি ব্যক্তি রাহুল গান্ধীর সঙ্গ দিতে পারেন। কিন্তু জি এস রোডে যেহেতু জিএমসিএইচ কিংবা অন্যান্য হাসপাতাল রয়েছে সেটার মাধ্যমে যাত্রা করলে মহানগর বাসীর অসুবিধা হবে।

তবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অনুরোধ বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে মহানগরের জি এস রোড অভিমুখে রওনা হয়েছিল রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা। মঙ্গলবার অসমে এই যাত্রা ষষ্ঠ দিন ছিল। ফলে এদিন সকালে খানাপাড়ার পার্শ্ববর্তী এলাকা যোরাবাটে একত্রিত হয়ে রাহুল গান্ধীর অনুসরণ করে ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করেন কয়েক হাজার কংগ্রেস নেতাকর্মী। মহানগরের জিএস রোড হয়ে এই যাত্রা যাবার ক্ষেত্রে আগেই পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তবে গুয়াহাটি পুলিশ সেই অনুরোধ সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দিয়েছিল। একই সঙ্গে এই যাত্রা জাতীয় সড়ক হয়ে জালুকবাড়ি পর্যন্ত যাবার ক্ষেত্রে পুলিশের তরফে অনুমতি প্রদান করা হয়। সেই হিসাবে খানাপাড়ায় ব্যাপক পুলিশ এবং নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছিল। পুলিশ সেখানে বাঁশের ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছিল।

থানাপাড়ায় পৌঁছানোর পর রাহুল গান্ধীকে অনুসরণ করে ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা জি এস রোড অভিমুখে রওনা দেওয়ার প্রয়াস করে। কিন্তু পুলিশ বাধা দেওয়ার পর কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা সেখানে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানানো শুরু করেন। এরপর সেখানে কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধী দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য তুলে ধরেন। একইভাবে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংহ বিজেপি সরকারের সমালোচনা করে দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। এই দুই নেতার বক্তব্যের পরেই কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা আচমকা আক্রানাত্মক হয়ে ওঠে জিএস রোডের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার প্রচেষ্টা করেন। সেখানে পুলিশের ব্যারিকেড লাগানো থাকলেও কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা সেটার পার করে পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি করে জিএস রোডে প্রবেশের ক্ষেত্রে মরিয়া হয়ে ওঠেন। অবশেষে সেখানে উপস্থিত গুয়াহাটি পুলিশ কমিশনার দিগন্ত বরা লাঠিচার্জ করার নির্দেশ দেন। এরপরে পুলিশ কংগ্রেস নেতাকর্মীদের উপর লাঠিচার শুরু করে। তবে শুধুমাত্র লাঠিচার্জ নয় কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের নাটক করে পুলিশ টেনে এনে সেখানে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীদের বাসে উঠিয়ে দেয়। এমনকি অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরাকেও পুলিশ টেনে নিয়ে আসে।

কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের উপরে পুলিশ লাথি চাষ করার পরেই পরিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খানাপাড়ায় সেই সময় এক বিশৃংখল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পুলিশের লাঠির কোপের সম্মুখীন হয়ে বহু কংগ্রেস নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। পুলিশ লাঠিচার্জ করে বহু কষ্টে অবশেষে উগ্র কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। পুলিশের ব্যাপক বাধার জন্য অবশেষে রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা গুয়াহাটি মহানগরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে শুধুমাত্র নিজের নিরাপত্তা রক্ষী এবং কনভয় নিয়ে গুয়াহাটি মহানগরের ভিতরে রাহুল গান্ধীর প্রবেশের ক্ষেত্রে পুলিশ অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু সেটা মানতে অস্বীকার করেন রাহুল গান্ধী। অবশেষ মহানগরের জাতীয় সড়ক ধরেই রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা জালুকবাড়ি, হাজোর উদ্দেশ্যে রওনা হতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার পর রাহুল গান্ধী, জিতেন্দ্র সিংহ, ভূপেন বরা সহ প্রতিজন কংগ্রেস নেতা মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করেন।

এদিকে পুলিশের বাধার সম্মুখীন হওয়ার পর কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধী বাসের উপর থেকে নিজের বক্তব্য তুলে ধরে বলেছেন দেশের ভবিষ্যতের জন্য কংগ্রেসের এই ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা। তবে পুলিশ বাধা দিলেও প্রতিজনের মনে কি রয়েছে সেটা তিনি বুঝতে পারেন ফলে সেখানে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন রাহুল গান্ধী। সঙ্গে তিনি বলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রায় বাধা প্রদানের জন্য এক প্রকারে কংগ্রেসের লাভ হয়েছে। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে দেশের সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

অন্যদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা বলেন এটা পুলিশের বাধা নয় বরং এটা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দাদাগিরি। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একজন মুখ্যমন্ত্রী নন বরং একজন গুন্ডা। তিনি যদি মুখ্যমন্ত্রী হতেন তাহলে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীকে মহানগরের ভিতর দিয়ে যাবার ক্ষেত্রে অনুমতি দিতে তার সাহস হতো। কিন্তু সেই সাহস হয়নি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। ফলে তিনি মুখ্যমন্ত্রী নন একজন গুন্ডা বলে মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন পুলিশ তাকে প্রহার করেছে। বহু কংগ্রেস নেতাকর্মী পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে আঘাত পেয়েছেন। তবে কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা পুলিশের তিনটি গেট ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বলেন রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার ফলে মুখ্যমন্ত্রী অস্থির হয়ে পড়েছেন। এবার রাহুল গান্ধী যদি আট দিনের জায়গায় ৮০ দিন রাজ্যে থাকেন তাহলে মুখ্যমন্ত্রী যুদ্ধ ঘোষণা করে দেবেন বলেও মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রজ্জু করে লোকসভা নির্বাচনের পর তাকে গ্রেফতার করার হুংকার মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

মহানগরের বশিষ্ঠ থানায় রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলা রজ্জু

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মহানগরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। মূলত রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা গুয়াহাটি মহানগরের জিএস রোডে প্রবেশ করার প্রচেষ্টার পর সেটা বাধা দেওয়ার জন্য অবশেষে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মহানগরের খানাপাড়ার পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের এই তৎপরতাকে নকশাল কার্যকলাপ বলে আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রজ্জু করে লোকসভা নির্বাচনের পর তাকে গ্রেফতার করার হুংকার দিয়েছেন তিনি।

উজান অসাম থেকে শুরু হওয়া রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা ষষ্ঠ দিনে মঙ্গলবার গুয়াহাটি মহানগরে এসে উপস্থিত হয়। তবে এই যাত্রা মহানগরের শুধুমাত্র দুটি সড়ক জি এস রোড এবং জিএনবি রোডে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এমন কি তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন মহানগরের জিএস রোড এবং জিএনবি রোডে রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা হলে এই যাত্রার আযোজকদের বিরুদ্ধে মামলা রজ্জু করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই সতর্কবার্তার পরেও এদিন রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা মহানগরের খানাপাড়ায় একত্রিত হয়ে জি এস রোডে প্রবেশের প্রচেষ্টা করেছে। তবে পুলিশ এক্ষেত্রে ব্যাপক বাধা প্রদান করে। কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা ব্যারিকেড ভেঙ্গে মহানগরে প্রবেশের চেষ্টা করার পর তাদের উপর লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। এর ফলে বহু কংগ্রেস নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।

এই সম্পূর্ণ বিষয়টির উপর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। উজান অসমের যোরহাট সফরে থাকাকালীন সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন রাহুল গান্ধী প্রায় তিন হাজার ব্যক্তি এবং প্রায় ২০০ টি গাড়িকে সঙ্গে নিয়ে গুয়াহাটি মহানগরে প্রবেশ করতে চাইছিলেন। যদি ৩ হাজার ব্যক্তি এবং প্রায় ২০০ টি গাড়ি মহানগরে প্রবেশ করত তাহলে গুয়াহাটির পরিবেশ কি হতো সেটা প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারবেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন গত ছয় দিন ধরে রাহুল গান্ধীকে অনুরোধ জানানো হচ্ছিল যে দিকে খুশি তিনি যেতে পারেন। শুধুমাত্র গুয়াহাটি মহানগরের মধ্য দিয়ে তিনি যাতে না যান। কিন্তু এতো অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি তাদের বাধা দেওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া মারপিট হাতাহাতিতে লিপ্ত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়ায় এই ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে এর একমাত্র কারণ সেখানে রাহুল গান্ধী গাড়ির ভিতরে বসে কংগ্রেসের নেতাকর্মীদের উস্কানি দিচ্ছিলেন। ফলে সরকার রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রজ্জু করবে। তাছাড়া পুলিশ এক্ষেত্রে তদন্ত করে যেটা ব্যবস্থা নেওয়ার সেটা নেবে। তবে রাহুল গান্ধীকে এখনই গ্রেফতার করা হবে না। লোকসভা নির্বাচনের পর তাকে গ্রেফতার করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

অন্যদিকে এক টুইট করে এদিন মহানগরে কংগ্রেসের এই তৎপরতাকে নকশাল কার্যকলাপ বলে আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি নিজের টুইটে লিখেছেন অসম এক শান্তিপূর্ণ রাজ্য। কংগ্রেসের এই ধরনের নকশাল কার্যকলাপ অসমী সংস্কৃতির অংশ নয়। অবশেষে হিংসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একাংশ ব্যক্তিকে উৎসাহিত করার জন্য রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলা রজ্জু করার জন্য ডিজিপি জিপি সিংহকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কংগ্রেসের ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা এবং খানাপাড়ায় পুলিশের সঙ্গে উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রীর টুইট করার পরেই মহানগরের বশিষ্ঠ থানায় রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলা রজ্জু করা হয়েছে।

RASHTRIYAKHABAR.COM

টুকরো খবর

রাহুল গান্ধীকে গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবে আমন্ত্রণ জানানোর তথ্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার

আমন্ত্রণ থাকলে রাহুল গান্ধীকে তার নিরাপত্তারক্ষী এবং নিজস্ব কনভয় নিয়ে মহানগরে প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হতো

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ রাহুল গান্ধী এবং তার ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে উত্তাল গুয়াহাটি মহানগর। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রজ্জু করে লোকসভা নির্বাচনের পর তাকে গ্রেফতার করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এমনকি মহানগরের বশিষ্ঠ থানায় রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মামলা রজ্জু হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে রাহুল গান্ধীকে আমন্ত্রণ করার কংগ্রেসের দাবি সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দিয়েছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। তিনি বলেন রাহুল গান্ধীকে গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবে আমন্ত্রণ জানানোর তথ্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমন্ত্রণ থাকলে রাহুল গান্ধীকে তার নিরাপত্তারক্ষী এবং নিজস্ব কনভয় নিয়ে মহানগরে প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হতো বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রীর বাধা এবং কংগ্রেসের আবেদন পুলিশ নাকচ করার পরেও রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা গুয়াহাটি মহানগরের জিএস রোডে প্রবেশ করার প্রচেষ্টার পর সেটা বাধা দেওয়ার জন্য অবশেষে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে মহানগরের খানাপাড়ার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তাছাড়া কংগ্রেস দাবি করে যে রাহুল গান্ধীকে গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ফলে সেখানে যাবার ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়ার জন্য পুলিশের সঙ্গে খন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয় কংগ্রেস। তবে পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী রাহুল গান্ধী যদি চান তাহলে শুধুমাত্র তিনি নিজের নিরাপত্তা রক্ষী এবং কনভয় নিয়ে মহানগরে প্রবেশ করতে পারবেন। কিন্তু কংগ্রেস সম্পূর্ণ ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রাকে মহানগরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবিতে অটল থাকে। অবশেষে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধীর কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা। তিনি বলেন গুয়াহাটি প্রেস ক্লাব তাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। আমন্ত্রণ না জানানো আত্মীয় হয়ে যেতে চাইছেন রাহুল গান্ধী। তবে প্রেসক্লাব আমন্ত্রণ জানালে তিনি যেতে পারতেন। কিন্তু বিশাল কনভয় নিয়ে তাকে যেতে অনুমতি দেওয়া হবে না। মন্ত্রী বলেন গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবের সম্পাদক স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাহুল গান্ধীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। অথচ অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা অযথা এই সংক্রান্তে প্রলাপ বকছেন মিথ্যা বলছেন। কিন্তু তিনি সর্বদা তথ্যের ভিত্তিতে কথা বলেন বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা। তিনি বলেন তাদের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের মন্তব্য করা হচ্ছে না বলে কংগ্রেস নেতারা এই ধরনের মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন। সম্পূর্ণ নির্লজ কংগ্রেসের নেতারা। নিম্নতম লজ্জা বোধ নেই কংগ্রেস নেতাদের। মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা যেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি সেখানে যাবার জন্য হুলুস্থুল করছেন কংগ্রেস নেতারা। বটদ্রবা থান কর্তৃপক্ষ রাহুল গান্ধীকে বেলা তিনটার পরে সেখানে যাবার জন্য স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছিল। অথচ রাহুল গান্ধী সকাল নটার সময় বটদ্রবা থানে গিয়ে উপস্থিত হন। গুয়াহাটি প্রেস ক্লাব তাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অথচ তিনি সেখানে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তিনি বলেন এইভাবে মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়। এটা কংগ্রেসের প্রবঞ্চনার যাত্রা। এবার কংগ্রেসকে ক্ষমা চাওয়ার যাত্রা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা বলেন তিনি এক্ষেত্রে টুইট করে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে যদি গুয়াহাটি প্রেস ক্লাব আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাহলে রাহুল গান্ধী জিএস রোডে যেতে পারবেন শুধুমাত্র তার নিরাপত্তা রক্ষী এবং কনভয় নিয়ে। ৩০০ গাড়ি ২০০ গাড়ি নিয়ে রাহুল গান্ধী যেতে পারবেন না। কিন্তু প্রেসক্লাব তো তাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। এমনকি এই সংক্রান্তে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশকে টুইট করে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী। তিনি বলেন তার প্রতিটি কথার তথ্য হিসাবে রয়েছে। এমনিতে তিনি কোনো কথা বলেন না। প্রেসক্লাবে আমন্ত্রণ জানালে রাহুল গান্ধীর যেতে কোন বাধা নেই। কিন্তু প্রেসক্লাব তাকে আমন্ত্রণ জানায় নেই। বিয়ে বাড়িতে কেউ ডাকেনি অথচ কাপড় পরে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে থাকার মতন পরিস্থিতি। তিনি বলেন প্রেসক্লাবকে যদি বিয়ে বাড়ির বলা যায় তাহলে বিয়ে বাড়িতে যাবার জন্য কেউ নিমন্ত্রণ দেয়নি অথচ তারা কাপড় পড়ে বিয়ে বাড়িতে যাবার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। এই ধরনের অনা আমন্ত্রিত অসমের সাধারণ জনতা পছন্দ করেন না বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা। মহানগরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। মূলত রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা গুয়াহাটি মহানগরের জিএস রোডে প্রবেশ করার প্রচেষ্টার পর সেটা বাধা দেওয়ার জন্য অবশেষে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়েছে। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মহানগরের খানাপাড়ার পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের এই তৎপরতাকে নকশাল কার্যকলাপ বলে আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তাছাড়া রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রজ্জু করে লোকসভা নির্বাচনের পর তাকে গ্রেফতার করার হুংকার দিয়েছেন তিনি।

নারায়ণ আইটিআইতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ সরায়কেলা জেলার নারায়ণ আইটিআই লুপুংডিহ চান্ডিলে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী পালিত হল। এই উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের সকল ছাত্রছাত্রী এবং ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরা নেতাজীর ছবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর জটাশঙ্কর পান্ডে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবনী সম্পর্কে বলেন যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২৩ জানুয়ারী ১৮৯৭ সালে। সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৪৫ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পথপ্রদর্শক এবং বৃহত্তম নেতা ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তিনি জাপানের সহায়তায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন। তাঁর দেওয়া 'জয় হিন্দ' স্লোগানটি ভারতের জাতীয় স্লোগানে পরিণত হয়েছে। আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব স্লোগানটিও ছিল তার, যা সে সময়ে খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং বিপ্লবীদের মধ্যে উদ্দীপনা পূর্ণ করেছিল। ভারতীয়রা তাকে নেতাজি বলে সম্বোধন করে। কিছু ইতিহাসবিদ বিশ্বাস করেন যে নেতাজি যখন জাপান ও জার্মানির কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তখন ব্রিটিশ সরকার ১৯৪১ সালে তার গুপ্তচরদের সুভাষ চন্দ্র বসুকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ৫ জুলাই সিঙ্গাপুরের টাউন হলের সামনে সেনাবাহিনীকে 'সুপ্রিম কমান্ডার' হিসাবে সম্বোধন করার সময় নেতাজি দিল্লি চলো স্লোগান দেন এবং জাপানি সেনাবাহিনীর সাথে মিলে ব্রিটিশদের কাছ থেকে বার্মার সাথে ইম্ফল দখল করেন এবং কমনওয়েলথ বাহিনী কোহিমায় একত্রে কঠোর অবস্থান নেয়। সুভাষ চন্দ্র বসু তাঁর জনজীবনে মোট ১১ বার কারাবরণ করেন। প্রথমত, ১৯২১ সালের ১৬ জুলাই তাকে ছয় মাসের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যু আজও রহস্য রয়ে গেছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়দীপ পান্ডে, শান্তি রাম মাহাতো, নিখিল কুমার, গৌরব মাহাতো, দেব কৃষ্ণ মাহাতো, অজয় মন্ডল, পবন কুমার মাহাতো প্রমুখ।

নারায়ণ আইটিআই লুপুংডিহে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্পুরী ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ নারায়ণ আইটিআই লুপুংডিহ চান্ডিলে ইউনাইটেড বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্পুরী ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে তার ছবিতে শ্রদ্ধা সুমনের ফুল নিবেদন করা হয়। জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর জটাশঙ্কর পান্ডে বলেন যে কর্পুরী ঠাকুর ছিলেন একজন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ এবং বিহার রাজ্যের দ্বিতীয় উপমুখ্যমন্ত্রী এবং দুবার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী। জনপ্রিয়তার কারণে তাকে 'জননায়ক' বলা হয়। ২৩শে জানুয়ারী, ২০২৪-এ, ভারত সরকার তাকে মরণোত্তরভাবে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার ভারতরত্ন দিয়ে সম্মানিত করার ঘোষণা করেছে। কর্পূরী ঠাকুর ব্রিটিশ শাসনামলে সমষ্টিপুরের পিটাউনঝিয়া নামক গ্রামে নাপিত জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাকে এখন কর্পুরিগ্রাম বলা হয়। তার বাবা গ্রামের একজন প্রান্তিক কৃষক ছিলেন এবং তার ঐতিহ্যবাহী পেশায় নাপিত হিসেবে কাজ করতেন। তিনি ১৯৪০ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হলে তিনি তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলস্বরূপ, ভাগলপুরের ক্যাম্প কারাগারে ২৬ মাস জেল নির্যাতন সহ্য করার পর, ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তি পান। ১৯৪৮ সালে, আচার্য নরেন্দ্র দেব এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের সমাজবাদী পার্টিতে আঞ্চলিক মন্ত্রী হন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে, ইউনাইটেড সমাজবাদী পার্টি কর্পুরী ঠাকুরের নেতৃত্বে একটি বড় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। কর্পুরী ঠাকুর সর্বদা দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণীর উন্নতির জন্য সংগ্রাম ও সংগ্রাম করেছেন। তার সরল জীবন, সরল প্রকৃতি, স্বচ্ছ চিন্তাধারা এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে মুগ্ধ করে এবং তারা তার মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, তাকে উন্নতির পথে নিয়ে আসা এবং উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ অবদান সর্বদা স্মরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট নিখিল কুমার, পবন কুমার মাহাতো, দেব কৃষ্ণ মাহাতো, গৌরব মাহাতো, অজয় মণ্ডল, কৃষ্ণ পদ মাহাতো, নিমাই মণ্ডল, দিলীপ হেমব্রম, নারায়ণ হেমব্রম প্রমুখ।

আলকারাজের বিদায়, সেমিতে জভেরেভ

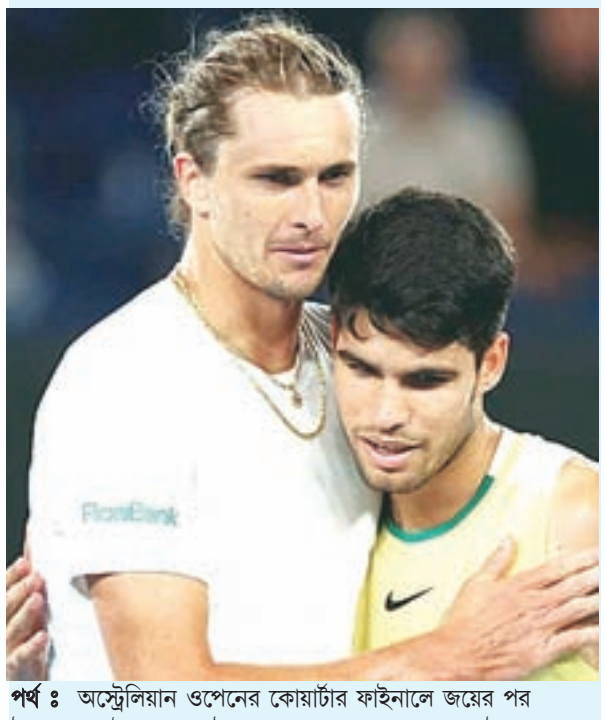

পর্থ ঃ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে জয়ের পর উল্লাসে ফেটে পড়তে চাইলেন আলেক্সান্দার জভেরেভ। উচ্ছ্বাসের মধ্যে কিছুটা বিস্ময়ও নিশ্চয় ছিল। এতটা সহজ জয় হয়তো জভেরেভ নিজেও প্রত্যাশা করেননি। এ সময়ের অন্যতম সেরা তারকা কার্লোস আলকারাজের বিপক্ষে যে এ জয়! এমনকি ম্যাচ হেরে আলকারাজ যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তালি দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা জানাতেও ভোলেননি জভেরেভ। মেলবোর্ন পার্কে কোয়ার্টার ফাইনালে জভেরেভ জিতেছেন ৩-১ সেটে। ৩-০ ব্যবধানে জেতার সুযোগও ছিল। প্রথম দুই সেট ৬-১ ও ৬-৩ ব্যবধানে জেতার পর তৃতীয় সেটে আলকারাজ জেতেন টাইব্রেকারে ৭-৬ (৭২) গেমে। তবে চতুর্থ সেটে আলকারাজকে আর কোনো সুযোগ দেননি জার্মান ষষ্ঠ বাছাই। দারুণভাবে ৬-৪ গেমে জিতে পৌঁছে গেছেন সেমিফাইনালে। যেখানে তাঁর প্রতিপক্ষ রাশিয়ার দানিল মেদভেদেভ। এখন পর্যন্ত মেদভেদেভের বিপক্ষে খেলে জভেরেভ ৭ বার জিতলেও হেরেছেন ১১ বার। এটিপি ট্যুরে জভেরেভকে আর কোনো খেলোয়াড় মেদভেদেভের চেয়ে বেশিবার হারাতে পারেননি। এর আগে ছয়বার গ্র্যান্ড স্লামের সেমিফাইনালে খেলা জভেরেভ লম্বা সময় ধরে গোড়ালির চোটে ভুগেছেন। ছন্দ ফিরে পেতেও বেশ সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে। তবে সে দুঃস্বপ্ন ভুলে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে উচ্ছ্বসিত জভেরেভ, 'আমি শূন্য থেকে শুরু করেছি। সেরা দশে ফিরে আসতে পেরে আনন্দিত। আমি এটা নিয়েও আনন্দিত যে আরেকটি গ্র্যান্ড স্লামের সেমিফাইনালে ফিরে আসতে পেরেছি। আশা করি, শিরোপা লড়াইয়েও খেলতে পারব।' এর আগে ৫ সেটের রুদ্ধশ্বাস এক লড়াইয়ের পর পোল্যান্ডের হুবার্ট হারকাজকে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট কাটেন রাশিয়ান টেনিস তারকা দানিল মেদভেদেভ। রোলারকোস্টার এক লড়াইয়ের পর মেদভেদেভ জিতেছে ৩-২ সেটে। মেলবোর্ন পার্কে এদিন প্রথম সেটেই জমে ওঠে লড়াই। টাইব্রেকারে গড়ানো সেটটি মেদভেদেভ জেতেন ৭-৬(৭৪) গেমে। দ্বিতীয় সেটে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ান হারকাজ। ৬-২ গেমে দাপটের সঙ্গে জিতে ফিরে আসেন লড়াইয়ে। তৃতীয় সেটে দারুণভাবে জবাব দেন মেদভেদেভ। এবার দুবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনালিস্ট মেদভেদেভ জেতেন ৬-৩ গেমে। চতুর্থ সেট ফের হারকাজের চমক। এই সেট তিনি জিতে নেন ৭-৫ গেমে। কিন্তু শেষ সেটে মেদভেদেভের অভিজ্ঞতার কাছে হার মানতে হয় হারকাজকে। ৬-৪ গেমে জিতে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছেন এই রাশিয়ান তারকা। শ্বাসরুদ্ধকর এ জয়ের পর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মেদভেদেভ বলেন, 'এ মুহূর্তে আমি বিধ্বস্ত অনুভব করছি। সে দারুণ খেলেছে। আমি চেষ্টা করছিলাম, যতটা চেষ্টা করা যায়।'

দিনভর উত্তেজনা, সন্ধ্যায় ভারতের ভিসা পেলেন বশির

লন্ডন ঃ পাকিস্তানি নাগরিক বা পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত অন্য দেশের নাগরিকদের ভিসা দিতে ভারত সরকারের গড়িমসি করার অভ্যাস বেশ পুরোনো। ভারতের এই টালবাহানার নতুন ভুক্তভোগী শোয়েব বশির।

প্রায় দেড় মাস আগে লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরও ভারত সফরে যেতে পারছিলেন না ইংল্যান্ড দলে প্রথমবার ডাক পাওয়া বশির। আবুধাবিতে ক্যাম্প শেষে ইংল্যান্ড দল ভারতে গেলেও ভিসা না পাওয়ায় বশিরকে ফিরতে হয়েছিল দেশে। এ নিয়ে ইংল্যান্ডে তীব্র প্রতিক্রিয়া হলে শেষ পর্যন্ত আজ তাঁকে ভারতের ভিসা দেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) জানিয়েছে, এ সপ্তাহেই ভারতে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বশির।

এর আগে বশিরের ভিসা প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের 'টক অব দ্য ডে'। বিষয়টি ব্রিটিশ সরকার পর্যন্ত গড়িয়েছিল। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসও সংবাদ সম্মেলনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হলেও বশিরের জন্ম ইংল্যান্ডের সারেতে। কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাব সমারসেটের সঙ্গে তিনি গত বছর থেকে চুক্তিবদ্ধ। তাঁর চাচা গিল্ডফোর্ড সিটি ক্রিকেট ক্লাবের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার মনে করছে, শুধু পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে বশিরকে ভিসা দিচ্ছিল না ভারত।

ক্রিকইনফোকে বলেছেন, 'এটা শোয়েব বশির ও ভারত সরকারের মধ্যকার বিষয় হলেও আমাদের আশা ভিসা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ভারত সব ব্রিটিশ নাগরিকের সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করবে। এর আগেও পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিকদের ভিসা পাওয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। সমস্যাগুলো লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাসে উত্থাপন করা হয়েছে।'

এবারের ভারত সফরের ইংল্যান্ড দলে বশির ছাড়াও আছেন আরেক পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত, তিনি লেগ স্পিনার রেহান আহমেদ। তবে ১৯ বছর বয়সী রেহানের ভারতে যেতে কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ, গত অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড দলে স্ট্যান্ডবাই থাকায় রেহানের ভিসা-সম্পর্কিত কাগজপত্রের কাজ তখনই সেরে রাখা হয়েছিল।

ভিসা নিয়ে যাতে শেষ মুহূর্তে কোনো জটিলতা তৈরি না হয়, সে জন্য গত ১১ ডিসেম্বর ভারত সফরের দল ঘোষণার দিনই খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফদের কাগজপত্র লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাসে জমা দিয়েছিল ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। কিন্তু কাগজপত্র জমা দেওয়ার প্রায় দেড় মাস হতে চললেও বশিরকে অপেক্ষায় রেখেছিল ভারত সরকার। যে কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাতে অন্যদের সঙ্গে ক্যাম্প করলেও দলের সঙ্গে ভারতে রওনা না দিয়ে লন্ডনে ফিরে যেতে হয়েছে তাঁকে। আগামীকাল হায়দরাবাদে শুরু প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে যান ২০ বছর বয়সী এই স্পিনার।

ম্যাচের আগের দিন যেখানে দলীয় সমন্বয়, পরিকল্পনা ও প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা, সেখানে বশির-ইস্যুতে সরগরম ছিল দুই দলের অধিনায়কের ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলন। ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্টোকস তো কিছুটা ক্ষোভের সুরেই বলেছেন, 'অধিনায়ক হিসেবে আমার জন্য এটি খুবই হতাশার। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে আমরা দল ঘোষণা করেছি। এত দিনে এসে ব্যাশ (বশির) জানতে পারছে যে ও ভারতের ভিসা

পায়নি। ইংল্যান্ড দলে প্রথম সুযোগ পাওয়া কারও জন্য এমন অভিজ্ঞতা কাম্য নয়। ওর জন্য খারাপ লাগছে। বুঝতে পারছি ও কোন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।' বশিরের ভিসা পেতে দেরি হওয়ায় ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মাও দুঃখ প্রকাশ করেছেন, 'সত্যি বলছি ওর জন্য খারাপ লাগছে। সম্ভবত সে ইংল্যান্ড দলে প্রথমবার সুযোগ পেয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি ভিসা অফিসে কাজ করি না। তাই এই মুহূর্তে বিস্তারিত বলতে পারছি না। তবে আমার আশা যত দ্রুত সম্ভব, সে এখানে আসতে পারবে, আমাদের দেশ উপভোগ করবে এবং খেলারও সুযোগ পাবে।'

স্টোকস-রোহিতের সংবাদ সম্মেলনের কয়েক ঘণ্টা পর ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানায়, বশিরের ভিসা আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র বিবিসিকে বলেছেন, 'লন্ডন থেকে (বশিরের) ভিসা ইস্যু করা হয়েছে। ভারতের ভিসা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন আছে। এ ক্ষেত্রেও সেটা প্রয়োগ করা হয়েছে।'

ভিসা নিশ্চিত হওয়ায় বশিরের ভারতে যেতে আর কোনো বাধা রইল না। ২ ফেব্রুয়ারি বিশাখাপত্তনমে শুরু দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডের জার্সিতে অভিষেক হতে পারে তাঁর।

বায়ার্ন থেকে ছাঁটাইয়ের শঙ্কায় টুখেল

বার্লিন ঃ বায়ার্ন মিউনিখ কি এবার লিগ শিরোপা জিততে পারবে? মৌসুমের অর্ধেক বাকি থাকা অবস্থায় এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া একটু কঠিনই। কিন্তু লিগে বায়ার্ন যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে খুব দ্রুত শিরোপার দৌড় থেকে ছিটকে পড়ার শঙ্কা আছে দলটির। এর মধ্যে জার্মান কাপে অঘটনের শিকার হয়ে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছে বাভারিয়ান ক্লাবটি। লিগে বর্তমানে পয়েন্ট টেবিলে দুইয়ে থাকলেও শীর্ষে থাকা বায়ার লেভারকুসেনের সঙ্গে ব্যবধান কেবলই বাড়ছে। এই ব্যবধান বাড়ার ফলে বাড়ছে বায়ার্ন কোচ টমাস টুখেলের ছাঁটাইয়ের শঙ্কাও। জার্মান সংবাদমাধ্যম স্পোর্ট বিল্ড বলছে, বায়ার্ন মিউনিখের কর্তাব্যক্তিরা টুখেলের পারফরম্যান্স নিয়ে সন্তুষ্ট নন এবং বর্তমানে নিজের চাকরি বাঁচানোর লড়াইয়ে আছেন এ কোচ।

বুন্দেসলিগার পয়েন্ট তালিকায় ১৮ ম্যাচ শেষে ১৫ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে লেভারকুসেন। বলে রাখা ভালো, চলতি মৌসুমে ইউরোপিয়ান শীর্ষ পাঁচ লিগে এখন পর্যন্ত একমাত্র অপরাজিত দল লেভারকুসেন। টানা ২৭ ম্যাচে অপরাজিত জাবি আলোনসোর দল। অন্য দিকে ১৭ ম্যাচে ১৩ জয়, ২ ড্র ও ২ হারে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে বায়ার্ন। অর্থাৎ এক ম্যাচ কম খেলে বায়ার্ন পিছিয়ে আছে ৭ পয়েন্টে। আজ রাতে লিগ ম্যাচে বায়ার্ন মুখোমুখি হবে ইউনিয়ন বার্লিনের। এ ম্যাচে পয়েন্ট হারালে শিরোপা ধরে রাখার পথটা আরও কঠিন হবে বায়ার্নের জন্য। এর আগে লিগ ম্যাচে ভেরডার ব্রেমেনের বিপক্ষে নিজেদের মাঠে ১-০ গোলে হেরেছিল বায়ার্ন। মূলত সেই হারের পর থেকেই টুখেলকে নিয়ে অসন্তোষ বাড়তে শুরু করেছে বায়ার্নে।

ব্লিডস জানিয়েছে, টুখেলকে নিয়ে বড় সমালোচনা হচ্ছে, তিনি বায়ার্নকে এখনো নির্দিষ্ট কোনো দর্শনে খেলাতে পারছেন না। এমনকি বায়ার্নকে কীভাবে খেলাতে হবে, তা নিয়ে এক বছর পর এসেও দ্বিধান্বিত এ কোচ। আর শিরোপা জেতার ক্ষেত্রেও সাফল্যের কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না টুখেল। জার্মান এ কোচ দায়িত্ব নেওয়ার পর বায়ার্ন এখন পর্যন্ত জার্মান কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে দুবার। গত মৌসুমের শেষ দিনে অনেকটা ভাগ্যের জোরে জিতেছে লিগ শিরোপা। আর চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে হেরে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হয়েছে বায়ার্নকে। সব মিলিয়ে টুখেলের অধীনে বায়ার্নের ট্রফি ক্যাবিনেটটা প্রায় খালিই বলা চলে।

বায়ার্নের জন্য অবশ্য অন্য বিপদও আছে। এই মুহূর্তে টুখেলকে ছাঁটাই করলে কাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তা নিয়ে নাকি নিশ্চিত নয় বায়ার্ন। তাই সাবেক চেলসি কোচকে বিদায় দেওয়ার আগে যোগ্য বিকল্প খুঁজে নিতে চায় তারা।

প্রাক্তন কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও কি বাঁচাতে পারতেন বাবরি মসজিদ?

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক): ১৯৯২ সালের ছয়ই ডিসেম্বর ছিল রবিবার। রবিবার বলেই একটু দেরী করে সেদিন ঘুম থেকে উঠেছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও। অন্যদিন আগে উঠলেও সেদিন তার ঘুম ভাঙ্গতে সকাল সাতটা বেজে গিয়েছিল। খবরের কাগজে চোখ বোলানো তার নিত্য অভ্যাস। রোজকার মতোই ছয়ই ডিসেম্বরেও কাগজ পড়া শেষ করে আধঘন্টা ট্রেড মিলে হেঁটেছিলেন মি. রাও। তারপরেই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গিয়েছিলেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. কে শ্রীনাথ রেড্ডি। পরীক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীর রক্ত আর মূত্রের নমুনা নেওয়ার সময়ে দুজনে ইংরেজি আর তেলুগু মিশিয়ে কথা বলছিলেন। ডা. রেড্ডি তারপর ফিরে গিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে। দুপুরে, ১২টা ২০ মিনিট নাগাদ টেলিভিশন খুলেছিলেন। তখন ছবি দেখানো হচ্ছিল যে হাজারে হাজারে করসেবক বাবরি মসজিদের গম্বুজের ওপরে চড়ে গেছে। একটা ৫৫ মিনিটে বাবরি মসজিদের প্রথম গম্বুজটা ভেঙ্গে পড়ে।

টিভি দেখতে দেখতেই হঠাৎ ডা. রেড্ডির খেয়াল হয় যে প্রধানমন্ত্রীর তো হৃদযন্ত্রের সমস্যা আছে, বছর দুয়েক আগে একটা হার্টের অপারেশনের পরে রাজনীতি থেকে একরকম অবসরই নিয়ে নিয়েছিলেন মি. রাও।

বাবরি মসজিদের তৃতীয় গম্বুজটা ভেঙ্গে পড়ছে যখন, ততক্ষণে ডা. রেড্ডি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আবারও পৌঁছিয়ে গেছেন তার রক্তচাপ মাপতে।

আমাকে দেখেই প্রধানমন্ত্রী একটু ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি আবার কী করতে এসেছেন? আমি বলেছিলাম, একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার আপনাকে। পাশের একটা ছোট ঘরে নিয়ে গিয়ে রক্তচাপ মাপছিলাম। যা সন্দেহ করেছিলাম সেটাই সত্যি হল।

ওর পালস রেট বেশ বেশি হয়ে গিয়েছিল, হার্টও বেশ দ্রুত চলছিল। রক্তচাপও বেশি। চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে বেশ উত্তেজিত হয়ে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আমি 'বিটা ব্লকার'-এর একটা বাড়তি ডোজের ওষুধ দিয়েছিলাম ওকে, জানাচ্ছিলেন ডা. রেড্ডি। নরসিমহা রাওয়ের ব্যক্তিগত চিকিৎসক আরও বলছিলেন, প্রধানমন্ত্রী যতক্ষণ না কিছুটা স্বাভাবিক হচ্ছেন, ততক্ষণ ওখানেই ছিলাম আমি। ডাক্তাররা মানুষের চেহারা দেখে কিছু বিষয় আন্দাজ করে নিতে পারে। এবং একটা কথা আছে, 'দা বডি ডাজ নট লাই, শরীর মিথ্যা কথা বলে না'। সেদিন মি. রাওকে দেখে মনে হয় নি যে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ট্র্যাজেডির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কোনওভাবে গোপন সমঝোতা করেছিলেন।

শোনা যায়, ডাক্তার চলে যাওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যে ছয়টায় নিজের বাসভবনে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকেন তিনি। সেই সময়কার খুবই সিনিয়র কংগ্রেস নেতা ও রাও মন্ত্রিসভার মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিং তার আত্মজীবনী 'আ গ্রেইন অফ স্যান্ড ইন দ্য আওয়ার গ্লাস অফ টাইম'এ মন্ত্রিসভার ওই বৈঠকের বর্ণনা লিখে গেছেন। পুরো বৈঠকে নরসিমহা রাওয়ের মুখ দিয়ে একটাও শব্দ বেরোয় নি। সকলের নজর সি. কে. জাফর শরিফের দিকে ঘুরে গিয়েছিল, যিনি সেসময় ছিলেন রেলমন্ত্রী। সকলেই যেন মি. শরিফকে বলতে চাইছিলেন, আপনিই কিছু একটা বলুন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, এই ঘটনার জন্য দেশ, সরকার আর কংগ্রেস পার্টিকে বড় মাসুল গুনতে হবে।

মাখনলাল ফোতেদার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) তখনই কেঁদে ফেলেছিলেন। কিন্তু পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চুপ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও, আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন প্রয়াত কংগ্রেস হেভিওয়েট নেতা অর্জুন সিং।

অন্তত একটা গম্বুজ রক্ষা করুন যখন বাবরি মসজিদ ধীরে ধীরে ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছিল, সেই সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাখনলাল ফোতেদার ফোন করেছিলেন নরসিমহা রাওকে। বারবার অনুরোধ করেছিলেন, 'দ্রুত কিছু একটা ব্যবস্থা নিন'।

মি. ফোতেদার তার আত্মকথা 'দা চিনার লিভস'-এ লিখেছেন, আমি প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলাম বিমানবাহিনীকে নামাতে। ফৈজাবাদ শহরে বিমানবাহিনীর যে কয়েকটা চেতক হেলিকপ্টার ছিল, তা থেকে করসেবকদের ওপরে কাঁদুনে গ্যাসের গোলা ছোঁড়ার নির্দেশ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম। মি. রাও বলেছিলেন, 'এটা আমি কী করে করব?'

আমি তাকে জানিয়েছিলাম, এরকম জরুরি পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সেই ক্ষমতা রয়েছে সরকারের। একরকম কাতর আর্জি জানিয়ে বলেছিলাম, রাও সাহেব ধ্বংসের হাত থেকে অন্তত একটা গম্বুজ তো বাঁচান! সেই গম্বুজটাকে আমরা একটা কাঁচের ঘরে রেখে ভারতের মানুষকে যাতে বলতে পারি বাবরি মসজিদ রক্ষা করতে আমরা সবরকম চেষ্টা করেছিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ফোতেদারজী, আমি আপনাকে কিছুক্ষণ পরে ফোন করব, লিখেছেন মি. ফোতেদার।

ইন্দিরা গান্ধির অত্যন্ত আস্থাভাজন কংগ্রেস নেতা মাখনলাল ফোতেদার আরও লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রীর অকর্মণ্যতায় ভীষণ নিরাশ হয়ে পরেছিলাম আমি। রাষ্ট্রপতি শঙ্কর দয়াল শর্মাকে ফোন করে তার সঙ্গে দেখা করার সময় চাই আমি। তিনি আমাকে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দেখা করতে বলেন। আমি যখন রাষ্ট্রপতি ভবনে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি, তখন প্রধানমন্ত্রীর ফোন এল। বলা হল সন্ধ্যে ছটায় মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আমাকে দেখেই রাষ্ট্রপতি শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'পি ভি (প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমহা রাও) এটা কী করল?'

আমি রাষ্ট্রপতিকে বললাম, রেডিও আর টিভির মাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি কিছু বলুন। তিনি রাজি হয়ে গেলেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতির তথ্য উপদেষ্টা তাকে জানান যে এর জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি লাগবে, আর আমার সন্দেহ ছিল যে প্রধানমন্ত্রী আদৌ সেই অনুমতি দেবেন কী না!

মাখনলাল ফোতেদার তার আত্মজীবনীতে আরো লিখেছেন, আমি মন্ত্রিসভার বৈঠকে ১৫-২০ মিনিট দেরিতে ঢুকেছিলাম। সবাই দেখি নিশ্চুপ। আমি একটু কটাক্ষ করেই বলেছিলাম, 'কী, কারও মুখেই যে দেখি কোনও কথা নেই!'

মাধবরাও সিন্ধিয়া মন্তব্য করেছিলেন, 'ফোতেদারজী আপনি কী জানেন না যে বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে?' আমি প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, 'রাও সাহেব, এটা কি সত্যি ঘটনা?' প্রধানমন্ত্রী আমার চোখের দিকে তাকাতে পারেন নি সেদিন।

কেবিনেট সচিব আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। আমি সব ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সামনেই বলেছিলাম, এরজন্য সরাসরি মি. রাওই দায়ী। আমার সেই কথারও কোনও জবাব দেননি প্রধানমন্ত্রী। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনার পর মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন মাখনলাল ফোতেদার।

সিনিয়ার সাংবাদিক ও কলামিস্ট কুলদীপ নায়ার নিজের আত্মজীবনী 'বিয়ন্ড দা লাইন্স' লিখেছেন, আমার কাছে খবর ছিল যে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পেছনে রাওয়েরও একটা ভূমিকা ছিল। যখন করসেবকরা একের পর এক গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলছে, সেই সময়ে তিনি নিজের বাসভবনে পুজো করছিলেন। মসজিদের শেষ পাথরটা ভেঙ্গে দেওয়ার পরে তিনি পুজো শেষ করে ওঠেন। কিন্তু নরসিমহা রাওয়ের ওপরে লেখা বহুল চর্চিত বই 'হাফ লায়ন'-এর লেখক বিনয় সীতাপতি এ বিষয়ে মি. রাওকে ক্লিনচিটই দিয়েছেন।

মি. সীতাপতি বিবিসিকে বলছিলেন, ১৯৯২ এর নভেম্বর মাসে আসলে দুটো জিনিস ধ্বংস করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। একটা তো বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা, আর অন্যটা স্বয়ং নরসিমহা রাওকে ধ্বংস করার। সংঘ পরিবার চাইছিল বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলতে, আর কংগ্রেস দলের মধ্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা স্বয়ং নরসিমহা রাওকেই শেষ করে দিতে চাইছিল। মি. রাও জানতেন যে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা হোক বা না হোক, দলের মধ্যে তার বিরোধীরা সাত নম্বর রেস কোর্স রোডের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে তিনি প্রস্থান করুন, এমনটাই চাইবেন। '৯২-এর নভেম্বর মাসে রাজনৈতিক বিষয়ের কেবিনেট কমিটি বা সিসিপিএর অন্তত পাঁচটা বৈঠক ডাকা হয়েছিল। একজন কংগ্রেস নেতাও ওই বৈঠকগুলোতে পরামর্শ দেননি যে কল্যাণ সিংকে (উত্তরপ্রদেশের সেই সময়কার বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী) বরখাস্ত করে দেয়া হোক, মি. সীতাপতি বিবিসিকে বলেছিলেন।

রাওয়ের অফিসারেরা তাকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন যে, কোনও রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার পরে সে রাজ্য সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়া যায়, কিন্তু আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, এরকম পরিস্থিতিতে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।

আর বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে পড়ার সময়ে মি. রাও পুজো করছিলেন বলে যেটা বলা হয়, কুলদীপ নায়ার কি নিজে সেখানে হাজির ছিলেন?

মি. নায়ার দাবি করেন যে এ তথ্য নাকি তাকে দিয়েছিলেন সমাজবাদী নেতা মধু লিমায়ে, যিনি আবার এ তথ্য জানতে পেরেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কর্মরত মি. লিমায়ের এক সোর্সের কাছ থেকে। সে সোর্সের নাম কেউই কখনও বলেন নি, বলেছিলেন মি. সীতাপতি।

রামজন্মভূমি ইস্যুটা কি বিজেপির কাছ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন নরসিমহা রাও?

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ইন্দিরা গান্ধি সেন্টার অফ আর্টসএর প্রধান রাম বাহাদুর রায় বলছেন, ১৯৯১ সালে যখন বোঝা যেতে লাগল যে বাবরি মসজিদের বিপদ বাড়ছে, তখনও তিনি কোনও ব্যবস্থা নেন নি। মি. রাওয়ের প্রেস উপদেষ্টা পি ভি আর কে প্রসাদ এক বইতে লিখেছেন যে, কীভাবে মসজিদটা ভেঙ্গে যেতে দিয়েছিলেন নরসিমহা রাও। বাবরি ধ্বংসের পরে তিনজন খুব সিনিয়ার সাংবাদিক সম্পাদক দেখা করতে গিয়েছিলেন মি. রাওয়ের সঙ্গে। তারা হলেন নিখিল চক্রবর্তী, প্রভাষ যোশী আর আর কে মিশ্র। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। ওই সিনিয়ার সাংবাদিক সম্পাদকরা মি. রাওয়ের কাছে একটাই বিষয় জানতে চেয়েছিলেন, যে তিনি কেন এটা হতে দিলেন! সকলের কথা শোনার পরে মি. রাও বলেছিলেন, 'আপনাদের কী মনে হয় আমি রাজনীতি বুঝি না? রাম বাহাদুর রায় আরও বলছেন, নরসিমহা রাওয়ের ওই কথাটার অর্থ আমার কাছে এটাই, যে তিনি মনে করেছিলেন যদি সত্যিই বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়, তাহলে বিজেপি আর কখনই মন্দির নিয়ে রাজনীতি করতে পারবে না। চিরকালের মতো তাদের হাত থেকে এই ইস্যুটা চলে যাবে। মনে হয় এই জন্যই তিনি মসজিদ রক্ষার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেন নি।

আমার মনে হয়, বিজেপির সঙ্গে কোনও ষড়যন্ত্র করে নয়, অথবা কোনও ভুল চিন্তার কারণেও নয়, রাজনৈতিকভাবে বিজেপির কাছ থেকে যাতে এই ইস্যুটা কেড়ে নেওয়া যায়, সেজন্যই তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। তার প্রত্যেকটা পদক্ষেপ এমন ছিল যাতে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়ে যায়।

রাজনৈতিক মিসক্যালকুলেশন নরসিমহা রাওয়ের এই পদক্ষেপকে বড়জোড় 'রাজনৈতিক অঙ্কের একটা ভুল' বলে মনে করেন মি. রাওয়ের কাছের মানুষ, সাংবাদিক কল্যানী শঙ্কর। আদভানি আর বাজপেয়ী তাকে ভরসা দিয়েছিলেন যে মসজিদের কোনও ক্ষতি হবে না। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে রিসিভার হিসাবে নিযোগ করতে চায় নি। এটা তো রাজ্যের অধিকার যে তারা সেখানে নিরাপত্তাবাহিনীকে পাঠাবে কী না! কল্যাণ সিং তো অযোধ্যায় নিরাপত্তাবাহিনী পাঠাতেই দেন নি সেদিন, বলছিলেন কল্যানী শঙ্কর। প্রখ্যাত সাংবাদিক সঈদ নাকভির কাছে জানতে চেয়েছিলাম, যে সত্যিই কি নরসিমহা রাওয়ের পদক্ষেপগুলোকে রাজনৈতিক অঙ্কের ভুল বলা চলে বা 'এরর অফ জাজমেন্ট'? মি. নাকভি বলছিলেন, রাওয়ের সঙ্গে কি তাহলে তার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরও ভুল হয়েছিল? সন্ধ্যেবেলায় ভারত সরকারের পদস্থ অফিসারেরা তো কপালে তিলক কেটে ঘুরছিলেন, যেন তারা ওই ঘটনা সেলিব্রেট করছেন! এগুলোকে কী বলবেন? ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি তার আত্মজীবনী 'দা টার্বুলেন্ট টাইমস'এ লিখেছেন, বাবরি মসজিদকে ভেঙ্গে পড়ার হাত থেকে রক্ষা না করতে পারাটা পি ভির সব থেকে বড় ব্যর্থতা। অন্যান্য দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার দায়িত্বটা তার দেওয়া উচিত ছিল নারায়ন দত তিওয়ারীর মতো সিনিয়ার, অভিজ্ঞ নেতাদের।

সেসময় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী মি.মুখার্জি লিখেছেন এমন মানুষকে এই কাজের ভার দেওয়া উচিত ছিল, যারা উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিটা বোঝেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এস বি চহ্বান আলাপআলোচনার জন্য সক্ষম ছিলেন ঠিকই, কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতিটা তিনি আঁচ করতে পারেন নি। রঙ্গরাজন কুমারমঙ্গলমও যথেষ্ট সততার সঙ্গেই কাজ করেছিলেন, তবে তার বয়স কম, অভিজ্ঞতাও খুব একটা ছিল না যখন তিনি প্রথমবার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন।

পরে, একটা সময়ে যখন নরসিমহা রাওয়ের সঙ্গে আমার আলাদা করে দেখা হয়, তখন বেশ কড়া কথা শুনিয়েছিলাম আমি। বলেছিলাম, 'আপনার আশপাশে কি এমন কেউ ছিল না যে বিপদ কীভাবে এগিয়ে আসছে, সেটার ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক করবে? আপনি কি ধারণা করতে পারেননি বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে গেলে সারা পৃথিবীতে কীরকম প্রতিক্রিয়া হবে?

মুসলমানদের মনে যে আঘাত লেগেছে, তার জন্য এখন তো অন্তত কিছু একটা পদক্ষেপ নিন আপনি! এতকিছু বলার পরেও বরাবরের মতোই নরসিমহা রাওয়ের ভাবের কোনও পরিবর্তন হলো না। কয়েক দশক একসঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, তাই ওকে জানি ভাল করেই। চেহারা দেখার দরকার ছিল না আমার। ওর দুঃখ আর নিরাশা স্পষ্টতই সেদিন টের পেয়েছিলাম আমি, লিখেছেন প্রণব মুখার্জী।

গোটা ঘটনায় অর্জুন সিংয়ের যা ভূমিকা ছিল, তা নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছে। মাখনলাল ফোতেদার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, অর্জুন সিং খুব ভাল করেই জানতেন যে ছয়ই ডিসেম্বর একটা বড় কিছু হতে চলেছে। তা স্বত্বেও তিনি রাজধানী দিল্লি ছেড়ে পাঞ্জাবে চলে গিয়েছিলেন। পরে তিনি জানিয়েছিলেন সেখানে যাওয়ার কর্মসূচি আগে থেকেই করা ছিল। আমার মনে হয় ছয় তারিখ সন্ধ্যেবেলার মন্ত্রিসভার বৈঠকে তার অনুপস্থিতি আর পরে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করা নিয়ে তার দ্বিধা রাজনৈতিভাবে তার অনেক ক্ষতি করেছে। অর্জুন সিংয়ের মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া আর মন্ত্রিসভার নিশ্চুপ হয়ে থাকা, বিশেষ করে উত্তর ভারতের নেতাদের চুপ করে থাকাটা, হিন্দি বলয়ের মুসলমানদের থেকে কংগ্রেসকে অনেকটাই দূরে সরিয়ে দিল।

টুকরো খবর

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ক বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক, যা জানা যাচ্ছে

ঢাকা ঃ জাতীয় শিক্ষাক্রমের এক পাঠ্যবইয়ে থাকা ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ক অধ্যায় নিয়ে বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খণ্ডকালীন সাবেক শিক্ষক আসিফ মাহতাবের বক্তব্য নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলছে বিতর্ক ও আলোচনা। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে আসিফ মাহতাবকে ট্রান্সজেন্ডার এবং সমকামিতা বিরোধী বক্তব্য দিতে দেখা যায়। সেসময় তাকে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের এক অধ্যায়ে ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ক একটি গল্পের পাতা ছিঁড়ে ফেলতেও দেখা যায়। বিতর্কের সূত্রপাত এর পরই। এরইমধ্যে, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের খণ্ডকালীন প্রভাষক ওই শিক্ষকের সাথে চুক্তি বাতিল করেছে। তবে, মি. মাহতাব বলেছেন, নিজের দেয়া বক্তব্যকে তিনি সঠিক বলে মনে করেন। আইনজীবীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তিনি মনে করেন, তিনি আইনবিরোধী কোনো বক্তব্য দেননি। তার এসব বক্তব্য ভাইরাল হওয়ার পর বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডার কম্যুনিটির সদস্যরা বলছেন, তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এমন মন্তব্য মানুষের মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে বিদ্বেষ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে শিক্ষকদের একটি সমাবেশে আসিফ মাহতাবকে একটি মঞ্চে দাঁড়িয়ে মাইকে কথা বলতে দেখা যায়। তার পেছনে টাঙানো ব্যানার থেকে জানা যাচ্ছে, সেটি জাতীয় শিক্ষক ফোরামের 'জাতীয় সেমিনার ২০২৪' নামক একটি অনুষ্ঠান, যার বিষয়বস্তু লেখা ছিল বর্তমান কারিকুলামে নতুন পাঠ্যপুস্তক ঃ বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ। জাতীয় শিক্ষক ফোরাম মূলত ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের একটি প্ল্যাটফর্ম। শুক্রবার ১৯শে জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত ওই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে দলটির আমীর সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিমের নাম ব্যানারে লেখা ছিল। দশ মিনিট দীর্ঘ ভাইরাল ভিডিওতে আসিফ মাহতাবকে কয়েকবারই সমকামিতা এবং ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু নিয়ে বক্তব্য দিতে দেখা যায়। 'মানুষ কীভাবে সমকামী হতে পারে' এবং 'একটা জাতি..একটা রাষ্ট্র কীভাবে সমকামী হতে পারে' এমন প্রশ্ন করতে দেখা যায় তাকে। 'পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারের নামে ইসলাম নিষিদ্ধ সমকামিতাকে উৎসাহিত করার' অভিযোগ করতে দেখা যায় মি. মাহতাবকে। ভাইরাল ভিডিওর নয় মিনিট ১৩ সেকেন্ডের সময় তাকে একটি বই দেখিয়ে বলতে দেখা যায়, এইটা পাবলিশড বই, ঘরে ঘরে আছে। যাদের সামর্থ আছে, তারা একটা কাজ করবেন - সেটা হচ্ছে বইয়ের দোকানে যাবেন। এই বইটা আমি ৮০ টাকা দিয়ে কিনছি। বইটা কিনবেন, কিনে এই যে দুইটা পাতা আছে 'শরীফ শরীফা', ছিঁড়বেন। এই সময় তিনি নিজে হাতে থাকা বইটির দুইটি পাতা ছিঁড়ে দেখান। এরপর তিনি আবার বলেন, ছিঁড়ার পরে আপনারা বইটা আবার দোকানদারকে দিয়ে দেবেন। দিয়ে বলবেন এটা অর্ধেক দামে বেচো। এতে মানুষের অ্যাওয়ারনেস হবে। অভিভাবকেরা এখন জানেন না, জানবেন। এক পর্যায়ে তিনি অভিযোগ করেন, আমাদের দেশে সমকামিতা অবৈধ। কিন্তু এই গল্পের মাধ্যমে সমকামিতাকে বৈধ করা হচ্ছে। মি. মাহতাব যে 'শরীফশরীফা'র গল্পের উল্লেখ করেছেন, সেটি জাতীয় শিক্ষাক্রমের সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ের একটি গল্প। এতে হিজড়া জনগোষ্ঠীর সদস্য শরীফা নামে একজনের পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই গল্পে সমকামিতা প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ নেই। অল্প সময়ের মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে যায়, এবং নেটিজেনদের মধ্যে দুইটি ভাগ দেখা যায়। এক পক্ষ সমকামিতা ও ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে বিদ্বেষপ্রসূত বক্তব্য দেয়ার অভিযোগ করে মি. মাহতাবের সমালোচনা করেন। আরেক পক্ষ মি. মাহতাবকে সমর্থন করে বক্তব্য দিতে থাকেন। মি. মাহতাব যে সেমিনারে বক্তব্য দিয়েছিলেন, সেটি শুক্রবারে অনুষ্ঠিত হলেও, মূলত তিনদিন আগে থেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ওইদিন মি. মাহতাবও নিজের ফেসবুক পেজে সেটি স্ট্যাটাস হিসেবে পোস্ট করেন এবং এরপর একের পর এক স্ট্যাটাস দিতে থাকেন। এসব পোস্টে বিভিন্ন সময় তাকে 'নিজের অবস্থানে অনড়' থাকার আশ্বাস দিতে দেখা গেছে। ফেসবুকেই তাকে ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ 'চাকরিচ্যুত' করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এদিকে, এই বিতর্কের মধ্যে ২২শে জানুয়ারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় আসিফ মাহতাবের সাথে থাকা চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় সোমবার নিশ্চিত করেছে, মি. মাহতাবের সাথে এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়টির কোনো চুক্তি কার্যকর নেই। তবে সংবাদমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতির বাইরে আলাদা মন্তব্য করতে রাজি হননি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা। সংবাদমাধ্যমে ২২শে জানুয়ারি পাঠানো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, আসিফ মাহতাব উৎস ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে তার সাথে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চুক্তি নেই। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষার্থীকর্মীদের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখার পাশাপাশি, অন্তর্ভুক্তি এবং সহিষ্ণুতা বজায় রাখতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে, এর আগের দিন মি. মাহতাব নিজের সামাজিক মাধ্যমে স্ট্যাটাস দিয়ে জানিয়েছিলেন, ২১শে জানুয়ারি রাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাকে টেলিফোনে পরদিন থেকে না আসার জন্য বলা হয়েছিল, যাকে তিনি 'চাকুরিচ্যুত' করা বলে বর্ণনা করেন। আসিফ মাহতাব ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডজাঙ্কট ফ্যাকাল্টি হিসেবে যোগ দেন। একই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সেমেস্টারে তিনি খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে ওই নিয়োগ পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এদিকে, মঙ্গলবার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী মি. মাহতাবকে চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে ঢাকার মেরুল বাড্ডা ক্যাম্পাসের সামনে মানববন্ধন করে। এ সময় তারা নিজেদের 'সমকামীবিরোধী' পরিচয় দেয়া ব্যানার ও ফেস্টুন বহন করে এবং জাতীয় শিক্ষাক্রমকে বিতর্কিত বলে বাতিলের দাবি জানায়। মি. মাহতাব বলেছেন, নিজের দেয়া বক্তব্যকে তিনি সঠিক বলে মনে করেন। নিজের আইনজীবীদের সাথে আলাপের কথা উল্লেখ করে তিনি বলছেন, তিনি আইনবিরোধী কোনো বক্তব্য দেননি। তিনি বলেন, ট্রান্সজেন্ডার মতবাদে আমাদের যুব সমাজকে যাতে ব্রেইনওয়াশ করা না হয়, তাদের জীবন যাতে ধ্বংস করা না হয় তাদের প্রটেকশনের জন্যই এ বক্তব্য দিয়েছি। কিন্তু আনুষ্ঠানিক কোনো সভায় জাতীয় পাঠ্যপুস্তকের পাতা ছিঁড়ে ফেলাকে সঠিক কাজ বলে মনে করেন কীনা বিবিসি বাংলার এমন প্রশ্নের জবাবে মি. মাহতাব বলেন, আমি আমার ল'ইয়ারের সাথে কথা বলেছি, ল'ইয়ার টিমে যারা আছেন তারা বলছেন এখানে কোনো ল ব্রেক হয়নি। এ রকম প্রতিবাদের অনেক প্রিসিডেন্স আছে। সারা বিশ্ব জুড়েই প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে পতাকা ছিঁড়ে ফেলার ঘটনাও আছে। আমি দুইটা পাতা ছিঁড়ে প্রতিবাদ করতেই পারি, আমার লইয়ার টিমের ভাষ্য অনুযায়ী এখানে কোনো আইন ভঙ্গ করা হয়নি । ট্রান্সজেন্ডার নারী ও অ্যাকটিভিস্ট হো চি মিন ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, শিক্ষক আসিফ মাহতাবের বক্তব্য ভাইরাল হয়ে পড়ার পর থেকেই তাদের কম্যুনিটিতে নতুন করে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়েছে। বুধবার তিনি বলেন, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেছে প্রতিটা মানুষ। আমিও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এমন মন্তব্য মানুষের মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে বিদ্বেষ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, এরা দলবদ্ধ হয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এরা প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে, ধর্মীয় নেতাদের কাছে যাচ্ছে,তাদের বুঝাচ্ছে যে বাংলাদেশে সমকামিতা ছড়াচ্ছে। এটাতো সমকামিতা না। এটা ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু। এটা তাদের বিশাল বড় উদ্দেশ্য।'' ''এই দলগুলোয় নারী নীতি যখন হচ্ছিলো নারী - পুরুষের সমানাধিকারের বিপক্ষে ছিলো। এটার পেছনে তাদের একটা পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড তাদের আছে। এটা মানুষের কাছে পরিষ্কার হতে হবে,'' তিনি বলেন। বিতর্কের কেন্দ্র হয়ে ওঠা পাঠ্যপুস্তকের গল্পটি নিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বা এনসিটিবি বলছে, পাঠ্যক্রমের যেকোনো বিষয়বস্তু বা শিক্ষাসূচী প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং বারংবার পর্যালোচনার পরই ছাপানো হয়। এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফরহাদুল ইসলাম বলেছেন, সরকার ট্রান্সজেন্ডারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তারা সমাজেরই একটা অংশ। এ বিষয়ে বই রিভিউয়ের সময় ইনক্লুশন স্পেশালিস্ট, জেন্ডার স্পেশালিস্ট ছিলেন। তিনবার বইটি রিভিউ হয়েছে। তারা সবকিছু দেখে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন। বইতে যা দেয়া হয়েছে, তা সময়ের প্রয়োজন, বলেন অধ্যাপক ইসলাম। পাঠ্যপুস্তকের পাতা ছিঁড়ে ফেলা নিয়ে তিনি বলেন, এ নিয়ে কে কী করেছে, তা নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই, এটা সরকার দেখবে। এদিকে, পাঠ্যপুস্তকের পাতা ছিঁড়ে ফেলাকে আইন বিরুদ্ধ আচরণ বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। জেন্ডার বিশেষজ্ঞ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক নাসরীন সুলতানা বলেছেন, পাঠ্যপুস্তকের পাতা ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা গর্হিত অপরাধ। কোনা বিষয়ে অভিযোগ বা অসঙ্গতি দেখলে তিনি কারিকুলাম বোর্ডে চিঠি লিখে জানাতে পারতেন। সেটা না করে (বইয়ের) পাতা ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা খুবই অবমাননাকর, এটা খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে, মন্তব্য করেন সহযোগী অধ্যাপক সুলতানা।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
25:01:2024

বিএনপি'র তৃণমূল নেতাকর্মীরা মামলা লড়ছেন যেভাবে

ঢাকা ঃ গত বছরের ২৮শে অক্টোবরের পর থেকে আগের মামলার সঙ্গে তাদের নামের পাশে নতুন নতুন মামলা যুক্ত হয়েছে বলে জানাচ্ছেন বিএনপি'র তৃণমূল কর্মীদের অনেকে। তাদের দাবি, এসব মামলায় জামিন পেতে নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত অব্দি ছুটতে হচ্ছে তাদের। বিএনপি'র আইন বিষয়ক সম্পাদক কায়সার কামাল বলেন, ''২৮শে অক্টোবরের পর থেকে সাতই জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে অন্তত ৭৩৮ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে''। একই সময়ে, ২৬ হাজারের বেশি নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও দাবি করেন মি. কায়সার কামাল। যদিও আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপি'র দাবি করা আটকের সংখ্যা সঠিক নয় বলে, আগেই মন্তব্য করেছেন। সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় সরকারের তত্বাধীনে নির্বাচন করার দাবিতে ২৮শে অক্টোবর মহাসমাবেশ করেছিল বিএনপি। ওই সমাবেশের পর সংঘর্ষের বিভিন্ন ঘটনায় পর দিনই ২৮টি মামলা হয়। প্রেক্ষার হন বিএনপির মহাসচিবসহ শীর্ষস্থানীয় নেতারা।এর আগেপরে গ্রেফতার হওয়া তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের অনেকেই কারাগারে যেতে হয়।

ভারতের রাজনীতিতে রাম মন্দিরের উদ্বোধন কতটা প্রভাব ফেলবে?

অযোধ্যা (অমিতাভ ভট্টশালী)ঃ

অযোধ্যায় রাম মন্দিরে 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা'র দিন ঘোষণা হওয়ার অনেক আগে থেকেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনা ছিল যে এমন ভাবে দিন নির্ধারণ করা হবে, যা থেকে কয়েক মাস পরের লোকসভা নির্বাচনে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারে বিজেপি।

অযোধ্যার অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাও করা হয়েছিল এমন ভাবে যাতে নির্বাচনে বিজেপির প্রধান মুখ - নরেন্দ্র মোদীর একার ওপরেই সম্পূর্ণ ফোকাসটা থাকে।

অযোধ্যায় ওই অনুষ্ঠানের খবর জোগাড় করতে সেখানে গেছেন যেসব সাংবাদিক, তারা বলছেন শহর যেমন মুড়ে ফেলা হয়েছিল রামচন্দ্রের কাটআউট দিয়ে, সংখ্যায় গুনলে তার প্রায় সম সংখ্যক কাট আউট লাগানো হয়েছিলে নরেন্দ্র মোদীর।

আবার রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি বা সরকারের বর্ষীয়ান নেতানেত্রী, দলের প্রেসিডেন্ট - এঁরা হাজির থাকলে যাতে মি. মোদীর ওপর থেকে ফোকাস সামান্যও সরে না যায়, তাই মি. মোদী একাই ছিলেন অনুষ্ঠানে।

ব্যতিক্রম আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

আবার মি. মোদী যে ভাষণ সেখানে দিয়েছেন, সেখানে সরাসরি ভোটের কথা না বললেও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেন।

আর এসব মিলিয়েই বিশ্লেষকরা বলছেন ভোটের আগে রাজনৈতিক লাভ যে ঘরে তুলতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহই নেই।

রামরথ থেকে রাম মন্দির

গত শতাব্দীর আটের দশকে বিজেপি গঠিত হওয়ার পর থেকেই তাদের এজেণ্ডায় অযোধ্যায় রামমন্দির গড়ার প্রতিশ্রুতি থেকেছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে তারা সক্রিয় হয় ১৯৮৯ সালের পর থেকে। লাল কৃষ্ণ আদভানির নেতৃত্বে রথযাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ সালে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অবশ্য আরও কিছুদিন আগে থেকেই রাম মন্দির নিয়ে সরব হচ্ছিল।

দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে যে রাজনৈতিক দলটি এই ইস্যুতে সরব হয়ে থেকেছে, শেষমেশ যখন তা অর্জন করা গেল, তা থেকে রাজনৈতিক দল হিসাবে লাভ যদি ঘরে আসে, তাতে সমস্যার কিছু দেখছেন না বিজেপি নেতারা।

এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যেমন সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, রাজনৈতিক লাভ তুলে ঠিকই তো করছি আমরা।

বাংলা নিউজ পোর্টাল দ্য ওয়ালের কার্যকরী সম্পাদক অমল সরকার অযোধ্যাতেই আছেন। তিনি বলছিলেন, রাম মন্দির ইস্যু থেকে বিজেপি তো রাজনৈতিকভাবে লাভবান হবেই। তাদের যে মূল প্রতিশ্রুতিগুলো ছিল, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপ, তিন তালাক প্রথার বিলোপ, রাম মন্দির নির্মাণ আর অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে আসা - এর মধ্যে প্রায় সবগুলোই তো তারা পূরণ করে দিল। তাই তাদের রাজনীতিতে এগুলোকে তো তারা ব্যবহার করবে।

আরেক বিজেপি নেতা, অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ ব্যাখ্যা করছিলেন, যে আন্দোলনের পুরোভাগে লাল কৃষ্ণ আদভানি থেকেছেন, বিজেপির সব স্তরের নেতারা থেকেছেন, সেটা এত দিনে অর্জন করা গেছে। আমরা সেই আন্দোলন কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে করিনি। যে মন্দির প্রতিষ্ঠার আবেগ ছিল মানুষের মধ্যে, আমরাও কোটি কোটি মানুষের সেই আবেগকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে এবং ভারতের অস্মিতাকে মর্যাদা দিতে এটা করেছি।

ভোট ধরে রাখতে সচেষ্ট বিজেপি?

এ থেকে যদি আমাদের রাজনৈতিক সুবিধা হয়, হয়ে যেতেই পারে, তাহলে আমাদের তো কিছু করার নেই, বলছিলেন মি. নন্দ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক শুভাশিস মৈত্র বলছিলেন, রাম মন্দির নিয়ে মানুষের আবেগ যে আছে, বিশেষত হিন্দি বলয়ে সেটা ঘটনা। একাধিক সমীক্ষায় এটা উঠে এসেছে যে এমন বহু মানুষও রাম মন্দির চেয়েছেন যারা বিজেপিকে ভোটও দেন না। তাই রাম মন্দিরের আবেগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিজেপি যে কাজে লাগাবে, তা খুব আশ্চর্যের কিছু নয়। হিন্দি বলয়ে যে অবস্থা এখন বিজেপির ভোট শেয়ারের, তাতে সেই ভোট ধরে রাখতে হবে বিজেপিকে। কারণ দক্ষিণ ভারতে কিন্তু বিজেপির অবস্থা কিছুটা নড়বড়ে।

হিন্দি বলয়ের নানা রাজ্যে আবার বিরোধী দলগুলোও কিন্তু কিছুটা শক্তিশালী। তাই লোকসভা নির্বাচনে জিততে হিন্দি বলয়ের ভোট বাড়াতে না পারুক, ধরে রাখা বিজেপির জন্য জরুরি। তাই ওই অঞ্চলের মানুষের আবেগকে তারা কাজে লাগাচ্ছে, বলছিলেন মি. মৈত্র।

নরম হিন্দুত্বের পথে কংগ্রেস?

যেদিন প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যায় রামচন্দ্রের মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছেন, সেখানে হাজির ছিলেন না বিরোধী দলগুলির কোনও নেতানেত্রী। তবে রাম মন্দির এবং তাকে কেন্দ্র করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের যে আবেগ রয়েছে, তা বিলক্ষণ বোঝেন তারা।

সেজন্য অযোধ্যায় না গেলেও মধ্য প্রদেশ কংগ্রেস সদর দপ্তরে হোর্ডিং দিয়ে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয় যে রাজীব গান্ধীর আমলেই অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের তালা খুলে দেওয়া হয়েছিল।

আবার হিমাচল প্রদেশের কংগ্রেস সরকার অন্য সব বিজেপি শাসিত রাজ্যের মতোই ২২শে জানুয়ারি আধা দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছিল।

রাহুল গান্ধী আসামে এক মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

কংগ্রেস নেতৃত্ব অবশ্য বলছে যে তারা কখনই তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সঙ্গে আপোষ করেন নি।

প্রাক্তন সংসদ সদস্য ও কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যের কথায়, কংগ্রেস কখনওই নেতা বা সদস্যদের বলেনি যে অযোধ্যায় যেও না। আমরা সবাই তো বিভিন্ন পুজোতে অংশ নিই ব্যক্তিগত ভাবে। কিন্তু আমরা সেটাকে রাজনীতির সঙ্গে মেশাই না। এটাই কংগ্রেসের নীতি, এটাই কংগ্রেসের চরিত্র। এর সঙ্গে কখনই আপোষ করি না আমরা। উল্টোদিকে বিজেপি কিন্তু ঠিক সেটাই করছে।

তবে কংগ্রেস নেতাদের মন্দিরে মন্দিরে যাওয়া, ঘটা করে পুজো করা, হিমাচল প্রদেশে ২২ জানুয়ারি ছুটি দেওয়া বা কমল নাথের মতো বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতার বড় করে হনুমান পুজো করা এসব নিয়ে দলের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে বিভ্রান্তিও যে ছড়াচ্ছে, সেটাও স্বীকার করছে কংগ্রেসেরই একাংশ।

দলটির অন্যতম মুখপাত্র কৌস্তভ বাগচি বলছিলেন, ঠিকই এসব নিয়ে সাধারণ কর্মী আর জনগণ তো কিছুটা বিভ্রান্তই। একদিকে নানা মন্দিরে পুজো দেওয়ার জন্য যাওয়া হবে, কংগ্রেস সরকার ২২ তারিখ ছুটি দেবে আবার বিজেপির বিরোধিতা করব - এরকমটা তো হওয়া উচিত ছিল না।

বিজেপিও কংগ্রেস নেতাদের একাংশের এই কথিত 'নরম হিন্দুত্ব' নীতি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না।

অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ বলছিলেন, এখন ওরা এসব করছে - রাহুল গান্ধী পৈতে ধারণ করে মন্দিরে চলে যাচ্ছেন, পুজো দিচ্ছেন, অন্যান্য নেতারাও নানা পুজো অর্চনার আয়োজন করছেন। তবে খুব দেরি করে ফেলেছে ওরা। এখন এসব করে হিন্দু ভোট নিয়ে আর কিছুই করতে পারবে না ওরা।

আক্ষরিক অর্থে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোনও রাজ্যেই রাস্তায় নেমে কোনও প্রতিবাদ করেননি বিরোধী দলীয় নেতা নেত্রীরা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এক সর্বধর্ম পদযাত্রা করেছেন, যাত্রাপথে মন্দির, মসজিদ, গির্জা আর গুরদোয়ারায় গেছেন সব ধর্মের প্রতি সম্মান জানাতে।

বিশ্লেষক শুভাশিস মৈত্র বলছিলেন যে এতেই দেখা যাচ্ছে যে কেউই কিন্তু ধর্মটাকে বাদ দিয়ে রাজনীতি করতে পারছেন না।

ভারতীয় রাজনীতিতে এই একটা বড় পরিবর্তন এনেছে বিজেপি। কোনও দলই ধর্ম বাদ দিয়ে রাজনীতি করতে পারছে না। অথচ সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রটা তো সেকুলার।

একটি প্রাচীন সাম্রাজ্যের শক্তিশালী নারীরা

বেইজিং ঃ আক্রমণকারীরা উত্তর থেকে এসেছিল। দক্ষতার সঙ্গে তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে তারা এসেছিল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। তারা ফসল নষ্ট করে দিয়েছিল, পুড়িয়ে দিয়েছিল। চীনের উত্তর সীমান্তের বসবাসকারী হানরা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ওই ফসলের পরিচর্যা করে এসেছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০ বছর থেকে।

চীনের হানরা ওই অনুপ্রবেশকারীদের 'শিয়ানু' বলে অভিহিত করেছিল, যার অর্থ 'উগ্র দাস'। বর্বরদের 'নিকৃষ্টতা' জোর দিয়ে বোঝাতেই ওই অবমাননাকর শব্দের প্রয়োগ করা হয়।

তবে, বাস্তবে সামরিক এবং রাজনৈতিক দক্ষতার নিরিখে তাদের চীনা প্রতিবেশীদের অতিক্রম করেছিল শিয়ানু। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সমন্বয়ে গঠিত 'শিয়ানু' বিশ্বের প্রথম যাযাবর সাম্রাজ্য। তারা এতটাই সুসংগঠিত আর শক্তিশালী ছিল যা চীনের হানদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেছিল এবং পরবর্তীতে তাদেরকে চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিতেও বাধ্য করেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দক্ষ শিয়ানু ধনুকধারীদের পিছনে ছিল শক্তিশালী শিয়ানু নারীরা যারা সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল।

শিয়ানু'র ইতিহাসকে একত্রিত করা কঠিন কাজ ছিল কারণ সাংগঠনিক, সামরিক দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও, তাদের লিখিত ভাষার বিকাশ ঘটেনি। জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইন্সটিটিউটের আর্কিওজেনেটিক্স বা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি দলের প্রধান ক্রিস্টিনা ওয়ারিনার বলেন, আমরা শিয়ানু সম্পর্কে যে সব তথ্য জানি তার বেশিরভাগই তাদের সমাধিস্থল এবং শত্রুদের কাছ থেকে আসা। সমাধিস্থলগুলি থেকে অনেক উল্লেখযোগ্য তথ্যই পাওয়া যায়, যেমনটা জানা গিয়েছে সাম্প্রতিক একটি গবেষণা থেকে। ওই গবেষণা মতে, সমাধিস্থলে নারীদের দেহাবশেষই বেশি রয়েছে। মঙ্গোলিয়ার শিয়ানু সমাধিস্থল খননকারী প্রত্নতাত্ত্বিকরা দীর্ঘদিন ধরে মনে করেন যে বেশ কয়েকটি অভিজাত এবং বিস্তৃত সমাধিতে যে দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, তার অধিকাংশই নারীদের। যদিও বছর কয়েক আগে জেনেটিক সিকোয়েন্সিং প্রযুক্তি আসার পরই মিজ ওয়ারিনারের নেতৃত্বাধীন দলটি নিশ্চিত ভাবে বলতে পেরেছিল যে ওই দেহাবশেষ নারীদের। বিজ্ঞান সাময়িকীতে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে তাদের গবেষণা প্রকাশিত হয়।

জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর জিওনথ্রোপোলজির প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর এবং ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ মঙ্গোলিয়ার প্রধান, জামস্রঞ্জভ বায়ারসাইখান বলেন, আমাদের জিনগত অনুসন্ধান প্রমাণ করে যে অভিজাত রাজকুমারীরা সামাজিক, রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিকভাবে শিয়ানু সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। কীভাবে নারীরা শিয়ানুদের অঞ্চল প্রসারিত করতে এবং যাযাবর সাম্রাজ্যকে একত্রিত করতে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ভূমিকা রেখেছিল, সে বিষয়ে এই অনুসন্ধানগুলি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে। সাধারণত আমরা সাম্রাজ্যগুলিকে স্থাবর ভেবে থাকি যেখানে শাসনের সুবিধায় প্রাসাদ, শহর, আদালত, ইত্যাদি বানানো হয় কিন্তু কিছু যাযাবর সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল বিপুল। বিখ্যাত চেঙ্গিস খান সাম্রাজ্যের প্রায় এক হাজার বছর আগে, শিয়ানু সাম্রাজ্য ছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এবং এটি আধুনিক মঙ্গোলিয়ার ওই অঞ্চলটি দখল করেছিল, যার উত্তর সীমানা বর্তমান রাশিয়ার বৈকাল হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষ যোদ্ধা হওয়ার পাশাপাশি, শিয়ানুরা বিলাসবহুল পণ্যগুলির প্রতিও আগ্রহী ছিল। চীনা রেশম, রোমান কাচ, মিশরীয় মালাসহ বিভিন্ন পণ্য ইউরেশিয়া থেকে প্রাচীন সিল্ক রোডের মাধ্যমে নিয়ে আসা হতো। অভিজাত শিয়ানু নারীরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল এবং রাজনৈতিক বিষয়েও পারদর্শী ছিল। এক অর্থে, শিয়ানু নারীরা ছিল সেই 'অদৃশ্য আঠা' বা 'রেশম সুতো' যা কোনও স্থায়ী বসবাসস্থল বা শহর না থাকা একটি যাযাবর সাম্রাজ্যকে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ব্রায়ান মিলার যিনি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইন্সটিটিউটের সঙ্গেও যুক্ত, তিনি বলেন, শিয়ানু নারীরা সীমান্তে বিশেষ শক্তিশালী পদে ছিল। শিয়ানু ঐতিহ্য বজায় রাখার পাশাপাশি ক্ষমতার রাজনীতি, সিল্ক রোড নেটওয়ার্কের মতো বিষয়েও মাথা ঘামাতো। তারা খুবই সম্মানীয় ছিল। নারীদের সমাধি থেকে উদ্ধার করা সামগ্রীগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতা আর নেতৃত্বের প্রতীক, ক্রিস্টিনা ওয়ারিনার যোগ করেন।

গবেষকরা পশ্চিম মঙ্গোলিয়ার খোভদ প্রদেশের মানখান জেলায় অবস্থিত তাখিলতিন খোতগোরের অভিজাত সমাধিস্থলে স্মৃতিস্তম্ভ খুঁজে পেয়েছেন যা স্পষ্টতই নারীদের সম্মান জানাতে নির্মিত। সূর্য ও চাঁদের রাজকীয় প্রতীক দিয়ে সজ্জিত কফিনে শায়িত নারীদের সমাধিগুলি সাধারণ পুরুষদের সমাধি দিয়ে পরিবেষ্টিত। একটি স্মৃতিসৌধে ছয়টি ঘোড়াসহ একটি রথও ছিল।

একইভাবে, নিকটবর্তী শোম্বুজিন বেলচির সমাধিস্থলে সবচেয়ে অভিজাত সমাধিস্থলগুলি নারীদের যেখানে তাদের বিলাসবহুল সামগ্রী যেমন চীনা আয়না, সিল্কের পোশাক, কাঠের গাড়ি, জপমালা, উৎসর্গ করা পশুসহ বিভিন্ন বস্তু রাখা রয়েছে। সমাধিগুলি উল্টানো পিরামিডের মতো দেখতে যা মাটির উপরের দিকে আয়তক্ষেত্রের আকার নিয়েছে (প্রত্নতাত্ত্বিকরা যাকে টেরেস বলেন) এবং ভূগর্ভের দিকে ক্রমশ সংকীর্ণ। জার্মানির লাইবনেৎজ সেন্টার ফর আর্কিওলজির প্রত্নতাত্ত্বিক উরসুলা ব্রোসেডার বলেন, খননের পর পাওয়া এই সমাধি উল্টো পিরামিডের মতো যা মাটির ২০ মিটার নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্নতাত্ত্বিকরা শিয়ানু সমাধিস্থলে সুন্দর কোমরবন্ধ খুঁজে পেয়েছেন, যা উচ্চ সামাজিক মর্যাদার প্রতীক ছিল। উরসুলা ব্রোসেডার বলেন যে বড় বড় ফলক, পুতি ও পাথরে সজ্জিত কোমরবন্ধগুলি অনেকটা দেখতে ক্রিসমাস ট্রি'র মতো যার মধ্যভাগ থেকে সুসজ্জিত ঝুলন্ত বস্তু রয়েছে। কোমরবন্ধ সম্মান আর পদমর্যাদার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক, তবে এটি সাধারণত পুরুষদের ব্যবহারের জন্য, নারীদের জন্য নয়। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ওই নির্ধারিত সময়ে শিয়ানু নারীদের কোমরবন্ধ দেওয়া হয়েছিল, যদিও পুরুষদের কিন্তু সেভাবে দেওয়া হয়নি, তিনি ব্যাখ্যা করেন। শিয়ানুদের অন্যতম প্রধান দক্ষতা ছিল ঘোড় সওয়ারি আর তীরধনুকের ব্যবহার।

অনেকে ঘোড়াকে ভূমির জাহাজ বলেন, কারণ শিল্পায়নের আগে জাহাজ আর ঘোড়া ছিল সবচেয়ে দ্রুতগামী, ক্রিস্টিনা ওয়ারিনার বলেন। শিয়ানুরা ঘোড়াকে গৃহপালিত পশুর মতো লালনপালন করতো, তারা 'স্টেপ' অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল এবং ঘোড় সওয়ারির সময় লক্ষ্যবস্তু স্থির করে তীরন্দাজী করাও অনুশীলন করেছিল। ফলে কাছে ও দূরের প্রতিপক্ষ হিসেবে তারা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। চীনা হানরা তাদের সমকক্ষ ছিল না। এমন কি যখন তারা চীনের মহাপ্রাচীর তৈরি করেছিল, সে সময় এটি তেমন কাজ করেনি। শিয়ানুরা শুধু তার চারপাশে ঘুরতো, মিজ ওয়ারিনার বলেন।